পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন, কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ২৩শ সংখ্যা

২রা বৈশাখ ১৩৯২ বাংলা ॥ ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৫ ইং ॥ ২৩শে রজব ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

১৫ই এপ্রিল ১৯৮৫

৩৮শ বর্ষ:
২৩শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১০ম ও একাদশ পারা, ১২শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'কাজের মর্যাদা ও সাওয়াল (ভিক্ষা) হইতে বাঁচা'	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'ইসলামের বিজয়ের জন্য কাতর প্রার্থনা'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া	৬
* কবিতা :	মো: আখ্‌তারুজ্জামান	২২
* সংবাদ :	অনুবাদ ও সংকলন : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৮

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

বিশেষ জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনস্থ সকল জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ মজলিসে শুরা ইনশাআল্লাহ আগামী ১০, ১১ ও ১২ই মে, ১৯৮৫ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হইবে।

জামাতসমূহের সকল আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে বিনা ব্যতিক্রমে এই শুরায় যোগদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। শুরায় আলোচনার জন্য কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা নিজ নিজ জামাতের মজলিসে আমেলা কর্তৃক পাশ করাইয়া আগামী ৩রা মে '৮৫ রোজ শুক্রবারের পূর্বে খাকসারের নামে পাঠাইতে বিশেষ অনুরোধ জানান যাইতেছে।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াসসালাম।

খাকসার— এ, কে, রেজাউল করিম
সেক্রেটারী, শুরা কমিটি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

২রা বৈশাখ ১৩৯২ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৫ইং : ১৫ শাহাদাৎ ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১০ম পারা ১২শ রুকু

৯০। এবং (মদীনার চারিপার্শ্বের) মরুবাসীদের মধ্যে টালবাহানাকারীগণ (অনুরোধ লইয়া) আসিল যেন তাহাদিগকেও (পিছনে থাকার) অনুমতি দেওয়া হয়, এবং ঐ সকল লোক, যাহারা আল্লাহ ও রসুলের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিল (বিনা অনুমতিতেই) পিছনে থাকিয়া গেল ; তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদের উপর নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছিবে।

৯১। (হে রসুল !) যাহারা সত্যই দুর্বল এবং পীড়িত এবং যাহাদের (আল্লাহর পথে) খরচ করিবার কিছু নাই, তাহাদের (পিছনে থাকিয়া যাওয়ার জন্য) কোন অপরাধ নাই যদি তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের প্রতি অকপট হয়, (ইহারা হিতকারী লোক) এবং হিতকারী লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল বারবার রহমকারী।

৯২। এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও (কোন অভিযোগ) নাই যাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল যেন তুমি তাহাদিগকে সোয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া দাও ; তুমি বলিয়াছিলে, আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার উপর আমি তোমাদিগকে সোয়ার করাই (ইহা শুনিয়া) তাহারা ফিরিয়া গেল এবং দুঃখে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল যে তাহাদের নিকট এমন কিছু নাই যাহা তাহারা (আল্লাহর পথে) খরচ করে।

৯৩। অভিযোগ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা মালদার হইয়াও তোমার নিকট (যুদ্ধে

না যাওয়ার) অনুমতি চাহে, তাহারা পিছনে অবস্থানকারী (মহিলা) দের সঙ্গে থাকিতে পছন্দ করে ; এবং আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহারা (এমন যে) বুঝে না।

একাদশ পারা

৯৪। যখন তোমরা (যুদ্ধ হইতে) তাহাদের নিকট ফিরিয়া আস ; তখন তাহারা তোমাদের নিকট ওজর করে, তুমি বল, তোমরা ওজর করিও না, আমরা তোমাদের ওজর কখনও মানিব না, আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে (পূর্বেই) আমাদিগকে খবর দিয়াছেন, এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুল তোমাদের আমলের উপর নযর রাখিবেন, এবং তোমাদিগকে গায়েব ও হাযের জ্ঞানী খোদার নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহারা করিতে উহার সবিস্তারে সংবাদ দিবেন।

৯৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিবে তখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে নিশ্চয় আল্লাহর কসম খাইবে যেন তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, অতএব (আমরাও তোমাদিগকে বলিতেছি) তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম তাহারা যাহা করিত উহার ফল স্বরূপ।

৯৬। তাহারা তোমাদের সম্মুখে কসম খাইবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, অতএব তোমরা যদি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তথাপি আল্লাহ নাফরমান কওমের প্রতি কখন সন্তুষ্ট হইবেন না।

৯৭। মরুবাসী আরবগণ কুফর ও কপটতায় সর্বাধিক কঠোর এবং আল্লাহ তাঁহার রসুলের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার সীমা সমূহ জানার সর্বাধিক অযোগ্য ; এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

৯৮। মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে তাহারা যাহা আল্লাহর পথে খরচ করে উহাকে জরিমানা মনে করে, এবং তোমাদের জন্য নানা রকম বিপর্যয়ের অপেক্ষায় আছে, (শুন !) তাহাদেরই উপর কাল-বিপর্যয় আসিবে, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

৯৯। এবং মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে এবং (আল্লাহর পথে) যাহা খরচ করে উহাকে তাহারা আল্লাহর নৈকট্য ও রসুলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে ; শুন ! নিশ্চয় (তাহাদের) এই (খরচ করার) কাজ তাহাদের জন্য খোদার নৈকট্য লাভের উপায় হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে নিজ রহমতে দাখিল করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল বারবার রহমকারী।

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

কাজের মর্য্যাদা শ্রমোপার্জিত জীবিকা গ্রহণ এবং সাওয়াল (ভিক্ষা) হইতে বাঁচা

১। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "মিসকিন সে নয়, যাহাকে একটা দুইটা খেজুরের জন্য, এক বা দুই গ্রাস খাদ্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খাইতে হয়, বরং মিসকিন সে, যে অভাব-অনটন ও প্রয়োজন থাকা সত্বেও চাওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং তাহার অভাবশূন্য পরওয়াহীন ভাব দেখিয়া লোকেও বাহ্য দৃষ্টিতে তাহার দারিদ্রের কোন লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কোন সাহায্য করে না।" ['বুখারী ; 'কিতাবুৎ—তফসীর' 'সুরা বাকারাহ, 'বাবু লা ইয়াস-আলুনান্নাসা ইলহাফা' (২৭৪ নং আয়াত—অনুবাদক) ; ২:৬৫১ পৃঃ)।

২। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মিসকিন সে নয়, যে দুই এক গ্রাস খাদ্য বা দুই একটা খেজুরের জন্য দরোজা দরোজায় ঘোরে, বরং মিসকিন বা দরিদ্র সে, যাহার নিকট জীবিকা নির্বাহপোযোগী সামগ্রী থাকে না, কিন্তু ইহা সত্বেও তাহার দারিদ্র সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারে না, যাহাতে কেহ তাহাকে সাদকা খায়রাত দান করিতে পারে ; প্রয়োজন সত্বেও সে লোকের কাছে কিছু চাহে না।" ('বুখারী' কিতাবুল যাকাত ; ১:২০০ পৃঃ 'মুসলিম, ১-২:৪২১)

ওয়াদা পুরা করা

৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বনি ইস্রায়ীলের এক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করিলেন : সে তাহার জাতির এক ধনীর নিকট হইতে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা চাহিলে সে জামিন ও সাক্ষী দাবী করিল। কর্জ গ্রাহক বলিল : 'আল্লাহতায়ালা ব্যতীত আমার জামীনও নাই, সাক্ষীও নাই। তিনিই আমার জামিন ও সাক্ষী।' কর্জদাতা তাহার এই কথায় প্রত্যয় করিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা কর্জ দান করিল। অতঃপর কর্জ গ্রহীতা তাহার কাজে সামুদ্রিক সফরে রওয়ানা হইল। কার্য শেষে, যখন ঋণ শোধের সময় নিকটবর্তী হইল, তখন সে সামুদ্রিক জাহাজের খবর লইল। কিন্তু সে কোন জাহাজ পাইল না যাহা ঐদিকে যাইত যেখানে তাহার ঋণ শোধ করিবার ছিল। যখন সে জাহাজ পাওয়া সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হইল, তখন সে একটা মোটা কাষ্ঠ ফলক লইয়া উহাতে ছিদ্র করিল। এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ও একটি পত্র যাহাতে ওয়াদা মাফিক উপস্থিত হওয়ার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

ছিল—ছিদ্রের মধ্যে রাখিয়া উপর হইতে উহা ভালমত বন্ধ করিল। তারপর কাষ্ঠ-ফলটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল এবং দোওয়া করিল, 'হে আমার সত্য অঙ্গীকারকারী খোদা! তুমি জান যে, আমি অমুক হইতে এক হাজার আশরফি (স্বর্ণ-মুদ্রা) কর্জ নিয়াছিলাম। সে আমার নিকট জামানত চাহিলে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার জামিন আল্লাহতায়ালা; সে তোমার নামের ওয়াদা পাইয়া রাজি হইল এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য সে আমাকে প্রার্থিত মুদ্রা দিল। এখন আমি কিশতি (জাহাজ) পাওয়ার বড়ই চেষ্টা করিলাম, যাহাতে মূল মালিকের হাতে ঋণ শোধ করিতে পারি কিন্তু আমি কোন কিশতি পাইলাম না। এখন আমি এই মুদ্রা তোমার হিফাজতে, তোমায় আমানতরূপে তোমার সপোর্দ করিতেছি। তুমি মুদ্রাগুলি যথা হিফাজতে মুদ্রার মালিকের হাতে পৌঁছাইয়া দাও। তুমি আমার দোওয়া কবুল কর।' এই দোওয়ার পর সে কাষ্ঠ-ফলক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল এবং উহা ইহাতে ভাসিতে লাগিল। লোকটি চলিয়া গেল। তবু জাহাজের অনুসন্ধানে রহিল, যাহা ঐ দিকে যায়। এদিকে ঐ ব্যক্তি যে কর্জ দান করিয়াছিল এই ভাবিয়া বন্দরের দিকে আসিল যে, হয়ত মুসাফির (যাত্রীবাহী) জাহাজ আসিয়াছে এবং ওয়াদানুযায়ী ঐ ব্যক্তি ঋণ-মুদ্রা লইয়া আসিয়াছে, এরূপ কোন জাহাজ সে দেখিল না। কিন্তু সে একটা মোটা কাষ্ঠ-ফলক দেখিল সমুদ্রের কিনারায় লাগিয়া রহিয়াছে। ইন্ধন বলিয়া মনে করিয়া সে উহা তুলিয়া লইল এবং গৃহে আনিল। যখন সে উহা ফাড়িল তখন উহার মধ্যে এক সহস্র আশরফি ও পত্র পাইল। উহাতে বিস্তৃত বিবরণ জানিল। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তি কিশতি পাইল এবং হয়ত মুদ্রাগুলি যথার্থ ব্যক্তি পাইয়াছে বা পায় নাই এই ভাবিয়া ঐ পরিমিত মুদ্রা লইয়া উপস্থিত হইল এবং দুঃখ প্রকাশ করিল যে, জাহাজ না পাওয়ায় বিলম্ব হইয়াছে। সেই ব্যক্তি তাহাকে কহিল: পূর্বেও কি তুমি আমাকে কিছু পাঠাইয়াছিলে? ইহাতে সে পুরা কেচ্ছা বলিল। তখন আশরফির মালিক তাহাকে বলিল: 'আল্লাহতায়ালা তোমার দোয়া কবুল করিয়াছেন। কাষ্ঠ-ফলকের মধ্যে যাহা পাঠাইয়াছিলে, পাইয়াছি। উহাতে মুদ্রাও ছিল এবং পত্রও ছিল। তখন সেই সাধু ব্যক্তিটি যে মুদ্রা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, সানন্দে তৎ-সহ বাড়ী ফিরিল।'

('বুখারী কিতাবুল' 'কিফালাতে' ১:৩০৫-৩০৬ পৃঃ)

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ :—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ

ঘটে, পৃথিবীতে যেন তোমারই এবাদত ও অর্চনা পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে কায়েম হয়, তোমার সত্যপরায়ণ ও তৌহীদবাদী বান্দাগণের দ্বারা পৃথিবী সেইরূপ পরিপূর্ণ হয় যেরূপ সমুদ্র জলরাশীর দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং তোমার রসুল করীম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আযমত (মাহাত্ম্য) ও সত্যতা মানবহৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমীন। হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি আমাকে এই পরিবর্তন জগতে সংঘটিত হইতে দেখাও। আমার দোওয়া সমূহ কবুল কর। সর্বপ্রকার শক্তি ও সামর্থ্যের একমাত্র তুমিই অধিকারী। হে সর্বশক্তিমান খোদা! তদ্রূপই কর। আমীন, পুনঃ আমীন।

(হাকীকাতুল ওহীর উপসংহার, পৃঃ ১৬৪) অনুবাদ: মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

ইসলামের বিজয়ের জন্য কাতর প্রার্থনা

"হে আরহামুর রাহেমীন—পরম, শ্রেষ্ঠ দয়ালু খোদা! তোমার এক অধম অক্ষম ত্রুটিময় অযোগ্য বান্দা গোলাম আহমদ, যে তোমারই ভারতভূমে বাস করে, তাহার বিনীত নিবেদন এই যে, 'হে আরহামুর রাহেমীন! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং আমার গোনাহ-ত্রুটি ক্ষমা কর, কেননা তুমি গফুর ও রাহীম। এবং তুমি আমার দ্বারা সেই কাজ গ্রহণ কর যাহাতে তুমি অতিশয় সন্তুষ্ট হও! পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান বিরাজিত, তদ্রূপ ব্যবধান তুমি আমার এবং আমার নফ্‌সের (বাসনা-কামনা) মধ্যে সৃষ্টি কর। আর আমার জীবন ও মরণ এবং আমার মধ্যে বিদ্যমান প্রতিটি শক্তিকে তোমারই পথে নিয়োজিত কর এবং তোমারই প্রেমে আমাকে জীবিত রাখ ও তোমারই প্রেমে আমাকে মৃত্যু দাও এবং তোমারই পূর্ণ প্রেমিকগণের মধ্যে আমাকে পুনরুত্থিত কর।

হে আরহামুর রাহেমীন! যে কার্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছ এবং যে খেদমতের জন্য তুমি আমার হৃদয়ে প্রেরণা ও উদ্দীপনা দান করিয়াছ, উহাকে তুমি তোমারই অনুগ্রহে পরিণামে সাফল্যে ভূষিত কর। এবং এই অধমের হাতে ইসলামের হুজ্জত (চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ) বিরুদ্ধবাদীগণের উপর এবং ইসলামের সৌন্দর্য সম্বন্ধে এখনও যাহারা অজ্ঞ তাহাদের সকলের উপর পরিপূর্ণরূপে কায়েম কর। এই অধম এবং তাহার সকল প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান অনুসারীবৃন্দকে স্বীয় ক্ষমা ও করুণার দৃষ্টিতে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ছায়ায় রাখিয়া দ্বীন ও দুনিয়ায় তুমি নিজেই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ও প্রতিপালক হও এবং তাহাদের সকলকে 'দারুর রেযা' (সন্তুষ্টির মার্গে) উপনীত কর এবং তোমার রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এবং তাঁহার আল ও আহসাবের উপর সর্বাধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম এবং বরকত নাযিল কর। আমীন, পুনঃ আমীন।" (আল-হাকাম পত্রিকা ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩ই আগষ্ট ১৮৯৮ইং—এনয়ামাতে খোদা ওয়ান্দে করীম পৃঃ ১৪)

"হে আমার কাদের (সর্বশক্তিমান) খোদা! আমার সকরুণ প্রার্থনা ও বিনীত নিবেদন সমূহ শ্রবণ কর ও কবুল কর এবং এই কওমের কর্ণ ও হৃদয় খুলিয়া দাও এবং আমাদিগকে সেই সময়টি দেখাইয়া দাও, যখন জগতে বাতিল (মিথ্যা) মাবুদসমূহের আরাধনার অবসান

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুতরাং জামাতের জন্য ইহা ঈমানের ব্যাপার ছিল। যদি যুগ খলিফা জামাতের ঈমান রক্ষা করার জন্য কথা বলেন তাহা হইলে (পাকিস্তানে বিগত বৎসর এপ্রিল মাসে সামরিক সরকার কর্তৃক জারীকৃত অর্ডিনেন্সের বলে) তাহাকে তিন বৎসরের জন্য জামাত হইতে পৃথক করিয়া দাও। কেননা জামাতের নেযাম কোন একজন নূতন খলিফার নির্বাচন করিতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বের খলিফা মৃত্যু বরণ করেন। অতএব তিন বৎসরের জন্য জামাত ইহার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। যে জামাত যুগ খলিফার নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত এবং যে জামাত খেলাফতের নেযামের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়, খলিফার অনুপস্থিতিতে উহাকে কখনো কোন আঞ্জুমান সামলাইতে পারে না।

এই একটি বড় অভিজ্ঞতা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যখন হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) অসুস্থ্য ছিলেন তখন আমরা ইহার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছি। শেষের দিনগুলিতে যখন তাঁহার কষ্ট বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল তখন জামাত চাহিত না যে খুব শক্ত ফয়সালার জন্য তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হউক, যদিও গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালাগুলি তিনিই গ্রহণ করিতেন এবং ফয়সালার গুণগতমানে কোনই পার্থক্য হইত না। অবশ্য অসুস্থ্যতার দরুন ডাক্তারগণও পরামর্শ দিতেন যে তাঁহার উপর কম হইতে কম বোঝা চাপানো উচিত। জামাত নিজেও চাহিত না যে অনেক ফয়সালা ও অনেক কাজ যাহা যুগ-খলিফা করিতেন এবং হামেশা করেন, ঐগুলি তিনি করিতে থাকুন। ঐগুলি এখন সদর আঞ্জুমান অথবা তাহরিকে জদিদ অথবা অন্য কোন আঞ্জুমান করিতে লাগিল। ঐ যুগ জামাতের জন্য সব চাইতে অধিক অস্থিরতার যুগ ছিল। কেননা যুগ-খলিফার সংগে যোগাযোগ স্থাপন করার, তাঁহার দ্বারা ফয়সালা করানোর এবং তাঁহার অভিভাবকত্ব লাভ করার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

অতএব যখন আঞ্জুমানগুলির দায়িত্বে এই কাজগুলিই দেওয়া হইল, তখন অনুভব করা গেল যে, আঞ্জুমানের কাজে ও যুগ খলিফার কাজে কত পার্থক্য। অবশ্য একদিক হইতে

ইহা জামাতের জন্য খুবই হিতকারী বলিয়া প্রমাণিত হইল। কেননা যাহারা পূর্বে গায়ের মোবাইনদের (লাহোরী দলের) দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যাহারা তাহাদের প্রপাগাণ্ডায় কিছু না কিছু প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহারা ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল। তাহারা এই সময় অর্থাৎ হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর অসুস্থতার সময় অনুধাবন করিল যে খেলাফতের কোন বিকল্প নাই। ইহা অসম্ভব যে খেলাফতের এমন কোন বিকল্প আছে যাহা খেলাফতের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এবং যাহা দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করা যাইতে পারে।

অতএব, দীর্ঘ তিন বৎসরের জন্য জামাতকে খেলাফত হইতে এইরূপে পৃথক করিয়া দেওয়া যাহাতে কোন যোগাযোগ না থাকিতে পারে—ইহা এতখানি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিল যে, খোদা না করুন, যদি ইহা বাস্তবায়িত হইত তাহা হইলে আপনারা আন্দাজ করিতে পারিতেন কত বড় আক্রমণ জামাতের কেন্দ্রের উপর করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় সমগ্র বিশ্বের জামাতগুলি অস্থির হইয়া পড়িত এবং তাহাদের পথনির্দেশকারী কেহই থাকিত না এবং তাহারা বুঝিতে পারিত না যে কি করিতে হইবে। অতঃপর তাহারা নিজেদের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া দায়িত্বহীন কাজও করিতে পারিত। যেইরূপ সাংঘাতিক উত্তেজিত আবেগকে সামাল দেওয়ার তৌফিক আল্লাহতায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন, আমার (অর্থাৎ যুগ-খলিফার) অনুপস্থিতিতে এবং আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলশ্রুতিতে ইহা অসম্ভব ছিল যে জামাতকে এইরূপে অন্য কেহ সামলাইতে পারে। কোন কোন লোক এই প্রসংগে আমাকে চিঠি লিখিয়া থাকেন। আপনারা ধারণা করিতে পারিবেন না যে তাহাদের অবস্থা কি এবং কিরূপে তাহারা ছটফট করিতেছে। তাহারা বলে যে, খোদার কসম, যদি আপনার হস্তে আমরা প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাকিতাম যে আমরা সবুর প্রদর্শন করিব তাহা হইলে যদি আমাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়াও ফেলা হইত এবং আমাদের সন্তানদিগকেও আমাদের সম্মুখে জবেহ্ করিয়া দেওয়া হইত তবুও এই জালেমদের উপর আমরা নির্ঘাত প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম। যে জামাতের নিষ্ঠা, ভালবাসা ও প্রেমের এই অবস্থা, উহাকে খেলাফত ব্যতীত কেহই সামলাইতে পারে না।

অতএব, ইহা একটি অত্যন্ত ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিল। যাহাদের মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে, জুলুম ও হিংসার অভ্যাস আছে, মিথ্যা রটনার অভ্যাস আছে এবং যাহারা যে কোন অপবাদ আরোপ করিয়া এবং যে কোন মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করাইয়া খলিফার জীবনের উপরও হামলা করিতে পারিত, এমতাবস্থায় জামাতের পক্ষে রুখিয়া দাঁড়ানো এবং নিজেদের হুঁশ-জ্ঞানের উপর নিয়ন্ত্রন হারানো ও আবেগের উপরও নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং বিবেক-বিবেচনার উপরও নিয়ন্ত্রন হারানো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। জামাত অবগত আছে যে যুগ-খলিফা সম্পূর্ণরূপে একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি। কোন প্রকার দুষ্কর্মে আমাদের জামাত কখনও জড়িত ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। অতএব যুগ খলিফার একটি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়া একজন দুষ্কৃতিকারী মানুষ যদি তাহাকে হত্যা করিত তাহা হইলে ইহা অসম্ভব ছিল যে জামাত

উহা বরদাশ্‌ত করিতে পারিত। ইহা বরদাশ্‌ত করার জন্য যে উপায় খোদাতায়ালা দান করিয়াছেন, উহা হইল খেলাফত। খলিফার অবিভাভকত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে জামাতের প্রতিক্রিয়া যে কোন কিছুই হইতে পারিত অথবা তাহাদের প্রতিক্রিয়া এত ভয়ানক হইতে পারিত এবং তাহারা এত ভয়ানক পরিণতি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিত যে উহা ধারণা করিলেও লোম শিহরিয়া উঠে।

পূর্বে এই ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত ছিলাম না। এতদসত্ত্বেও এক রাত্রিতে (যেই রাত্রিতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল) খোদাতায়ালা আমাকে এই কথা জ্ঞাত করিলেন এবং জামাত যখন ইহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবে, তখনই নেযামে খেলাফতের উপর হামলা করা হইবে এবং অকস্মাৎ ও সংগে সংগেই আল্লাহতায়ালা বড় জোরেশোরে আমার হৃদয়ে এই কথার উদ্রেক করিলেন যে, খেলাফতের জন্য এই দেশ (পাকিস্তান) হইতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার বাহিরে চলিয়া যাওয়া জরুরী। ইহাতে তোমার ব্যক্তিগত সত্তার কোন প্রশ্ন নাই। ইহার এক রাত্রি পূর্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, খোদার কসম আমি আহমদীয়াতের খাতিরে জীবন দিব এবং দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। এই রাত্রিতে খোদাতায়ালা আমাকে এইরূপ সংবাদ দান করিলেন, যাহার ফলশ্রুতিতে অকস্মাৎ আমার হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই সময় আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, জামাতের বিরুদ্ধে কত ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে এবং যে কোন মূল্যে আমাকে ইহা ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে। ষড়যন্ত্রটি এই ছিল যে, যুগ-খলিফাকে হত্যা করা হইবে এবং সেনা বাহিনী পাঠাইয়া রাবওয়াকে ধুলিস্মাৎ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেইখানে নূতন খলিফার নির্বাচন হইতে দেওয়া হইবে না। ঐ Institution-কেই শেষ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পরে পৃথিবীতে আর কি বাকী থাকিয়া যায় ?!

খোদাতায়ালা নিজের কাজ হইয়া থাকে। যে অবস্থায় আল্লাহতায়ালা আমাকে পাকিস্তান হইতে বাহির করিয়াছেন, উহা তাঁহার কাজের একটি প্রমাণ। আমি এই কথা বলিনা যে, ইহা (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন) হইতে পারিত। অসম্ভব ছিল যে ইহা হইত। অন্যথা আল্লাহতায়ালার সত্তার উপর দুনিয়ার ঈমান উঠিয়া যাইত যে, খোদা নিজেই এক নেযাম কায়েম করিলেন, নিজেই ইহার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছেন এবং অতঃপর এই জামাতের হৃদয়ে আক্রমণ হানার জন্য দুশমনদিগকে তৌফিক দান করিলেন। এই জামাততো খোদা স্বীয় ধর্মকে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্য কায়েম করিয়াছেন। অতএব ইহা (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন) হইতে পারিত না। অতএব খোদাতায়ালা ব্যবস্থা করিলেন যে দুশমনদের একটি তদবীরকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি তাহাদের প্রত্যেক তদবীরকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। খোদাতায়ালার কত বড় এহসান যে, ইহার জন্য যতই শোকর আদায় করা হউক না কেন, ততই কম। আপনারা ভাবিতেও পারিবেন না যে, কত ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হইতে আল্লাহতায়ালা জামাতকে রক্ষা করিলেন এবং কত বড় ষড়যন্ত্রকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

ইহার পর এই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ধাপে তাহারা কেন্দ্রীয় তনজিমগুলির (প্রতিষ্ঠানগুলির) উপর হাত উঠাইয়াছে। তাহারা রাবওয়ার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এক এক করিয়া তাহারা রাবওয়ার কেন্দ্রের রূপরেখা বিলুপ্ত করিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিকে ব্যাপারটি বাহাতঃ সাধারণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম ইহাদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য কি। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত লোক, যাহারা অমূলক সুধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চেষ্টা করিতেছিল, আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া বুঝাইয়াছিলাম যে, তোমরা কেন সময় নষ্ট করিতেছ? কোন কাজ হইবে না। প্রথমে তাহারা খেলাধূলার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিল যে, যদি কাবাডি খেলা হয় তাহাহইলে ইসলামের জন্য বিপদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে। অর্থাৎ যদি রাবওয়ায় কাবাডি অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ইহার দরূন বিশ্ব ইসলামের জন্য বিপদ নামিয়া আসিবে। যদি রাবওয়ায় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাহইলে উহার দরূন মুসলমানদের আবেগ আহত হইবে। জানিনা কি হইয়া যাইবে। অতঃপর খেলাধুলা ছাড়াইয়া তাহারা আরো সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং ইজতেমায় হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করিল। লাজনা ইমাউল্লার ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইলে বিশ্ব-ইসলাম ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় তাহাহইলে জানিনা পৃথিবীতে কি ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহার ফলশ্রুতিতে ইসলাম, নাউজুবিল্লাহ মিন যালেক, পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। বৃদ্ধগণের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা বিপদ দেখিতে পায় যে, এই ইজতেমার দ্বারাও মাতৃভূমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথবা বিশ্ব-ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই কল্পিত কাহিনী প্রথমে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী এবং সরকারের সহিত সমঝোতা করিয়া সারা পাকিস্তানে আলেমদের ঐ দল, যাহারা বর্ত্তমানে সরকারের হাতের ক্রীড়নক ও সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে, তাহারা একদম যেইভাবে বর্ষাকালে ব্যাঙ ভ্যাক ভ্যাক করিয়া ডাকিতে শুরু করে ঠিক তেমনিভাবে তাহারা রাগিনী গাহিতে শুরু করিল। কাহারো কোন শরম হইল না, কাহারো কোন লজ্জা হইল না যে আমরা কি বলিতেছি। শিশুদের ইজতেমা হইলে পৃথিবীটা ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং মেয়েদের ইজতেমা হইলে বিশ্ব ইসলামের সর্বনাশ হইয়া যাইবে। ইহারা কি ধরণের কথা বলিতেছে? কিন্তু যখন লজ্জা শরম ও সকল উচ্চ মূল্যবোধ শেষ হইয়া যায়, যখন বিবেক বুদ্ধি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যায় এবং লজ্জার আর কোন বালাই থাকে না, তখন মানুষ সর্ব ধরণের কাজ করিতে পারে। পাকিস্তানের পত্র পত্রিকা পড়িয়া দেখুন। বস্তুতঃ আপনারা এই ধরণের খবর দেখিতে পাইবেন। অর্থাৎ একদিন সকাল বেলা পত্রিকায় দেখিতে পাইলেন যে সমগ্র পাকিস্তানে একটি বিশেষ শ্রেণীর আলেম এই চৈ চৈ শুরু করিয়া দিয়াছে যে, আনসারুল্লাহর ইজতেমা হইতে পারে না। কেননা ইহাতে বিশ্ব-ইসলাম বিপদগ্রস্ত হইবে। অতঃপর অকস্মাৎ আলেমদের খেয়াল হইল যে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হতে পারেনা। কেননা ইহাতে

পৃথিবী বিপদগ্রস্ত হইবে। কাবাডি হইতে পারেনা কেননা ইহাতে বিশ্ব ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বাস্কেট বল অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কেননা ইহাতে বিশ্ব ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই সকল সুর যাহা ধ্বনিত হইয়াছিল, উহাদের একটি কেন্দ্রীয় শিকড় ছিল। সেখান হইতে আওয়াজ বাহির হইত। অতঃপর ঐ আওয়াজ সকলের নিকট পৌঁছিত। ঐগুলি ছিল সরকারের পত্র-পত্রিকা, সরকারের টেলিভিশন এবং সরকারের রেডিও। এই সরকারী মাধ্যমগুলি এই সকল কথা ফলাও করিয়া বলিত যে, আলেমরা এখন এই কথা বলিতেছে যাহাতে স্বাভাবিকভাবে জাতির উপর এই প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, হাঁ, একটি খুবই বিপদজনক অবস্থা ঘটিতে যাইতেছে এবং সরকার তাহাদের কথা মানিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে পক্ষান্তরে সরকারের তরফ হইতে এই সকল কথা বানানো হইতেছিল। এই সব কিছু আমরা অবগত ছিলাম। যখন খেলধুলার উপর পাবন্দী আরোপ করা শুরু হইল, তখন আমাদের কোন কোন বেখবর উদ্যোগী খেলোয়াড় খুব জোরে শোরে তৎপর হইয়া উঠিল যে, আমরা জেলা প্রশাসকের নিকট যাইব, আমরা কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিব। একজনতো জোশের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ঝাঁকানী দেওয়ার জন্য ইসলামাবাদে পৌঁছিয়া গেল এবং সে শিক্ষা সচিবের সংগে সাক্ষাতও করিয়াছিল। আমি জানিতে পারিয়া তাহার উপর নারাজ হইলাম। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম যে, করিতেছ কি? অতএব জান না কি ঘটনা ঘটিতেছে এবং কেন ঘটিতেছে। এই নীরিহ অফিসারদের আয়ত্বে কিছুই নাই। ইহারাতো His Masters Voice। ইহারাতো প্রভুর কণ্ঠস্বর এবং যাহারা ইহাদের প্রভু, তাহারা নিজেরাই বহিঃশক্তিগুলির গোলাম। তাহারা ইহাদের আওয়াজের উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে এবং কান লাগাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। যেইদিকে তাহাদের ঠোঁট নড়ে, সেইদিকে ইহাদেরও ঠোঁট নড়িতে আরম্ভ করে।

অতএব, আহমদীয়া জামাত একটি খুব বড় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। তোমরা কি করিতেছ? তাহারা যদি করিতে না দেয়, নাইবা দিল। কোন পরওয়া করিও না। দেখ, তাহারা ভবিষ্যতে আরো কি করে এবং কি ঘটনা ঘটায়। অতঃপর ইজতেমার উপরও তাহারা পাবন্দী আরোপ করিল। ইহাই বুঝিতেছিলাম যে, তাহারা এইখান হইতে শুরু করিবে। সিড়ির ধাপ যেমন হয় এক, দুই, তিন, চার, তেমনি ইহারা উপর পর্যান্ত পৌঁছিতে থাকিবে। সালানা জলসা তাহাদের জন্য বিপদের কারণ হইয়া পড়িল এবং দেশে এতখানি চৈ চৈ করা হইল, যেন সরকার যদি এই কথা না মানে তাহাহইলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আহমদীয়া জামাতের কি অধিকার রহিয়াছে যে, তাহারা সালানা জলসা করিবে? অতএব সালানা জলসা শেষ করিয়া দেওয়া হইল। সালানা জলসার আজ আমাদের সমাপ্তি ভাষণ হওয়ার কথা ছিল। আজ ২৮ তারিখ। ২৬, ২৭ ও ২৮ তারিখে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ তারিখে সমাপ্তি ভাষণ হইত, যাহাতে কোরআনের তত্বজ্ঞান বর্ণনা করা হইত, ইসলামের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হইত। এবং অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা

করা হইত। সালানা জলসায় এইরূপ কথা বর্ণনা করা হউক, ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। ইহার মোকাবেলায় তাহারা কি সহ্য করিতে পারে? রাবওয়ার মসজিদটিতে যেখানে লাউড স্পীকার লাগানো রহিয়াছে অর্থাৎ মৌলভীদের মসজিদগুলিতে জুময়ার দিন এইরূপ নোংরা ও কুকথা হয় যে, আপনারা ধারণা করিতে পারিবেন না যে, ইহার দরুণ রাবওয়াবাসীদের কি অবস্থা হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে, আহমদীয়া জামাতের বুজুর্গানের বিরুদ্ধে, কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে এবং খলিফাগণের বিরুদ্ধে ভয়ানক নোংরা ও অশালীন কথা বলা হইয়া থাকে।

এত মিথ্যা কথা বলা হয় যে, আশ্চর্য্যের ব্যাপার! ইসলামের নাম যাহারা নেয়, ইসলামের প্রতি নিজদিগকে যাহারা আরোপ করে তাহারা এত মিথ্যা কি করিয়া বলিতে পারে? মৌলভীরা গর্বের সহিত অন্যান্য লোকদিগকে এবং নিজ সংগী-সাথীদিগকে বলে "দেখিয়াছ, কত উঁচু মার্গের মিথ্যা কথা আমি বলিয়াছি, এবং এই সকল মিথ্যা কথা আমি সাজাইয়াছি। অন্য কেহ আমাকে এই সকল মিথ্যা কথা বলিয়া দেয় নাই। এই সকল মিথ্যা আমার মস্তিষ্ক প্রসূত।" এই সকল কথা সকলে জানে, তাহাদের আজ্ঞানুবর্তীরাও জানে, সমস্ত এলাকাবাসী জানে এবং সরকারও জানে যে ইহারা কেবলমাত্র নোংরা ও কুকথা বলিতেছে। কিন্তু যখন সরকার নিজেই মিথ্যাবাদী হয়, কুকর্মে লিপ্ত হয় এবং ধর্মের নামে খেলা করে, তখন ইহাদের সংগে সরকারের হৃদয়ের বড়ই একাত্মতা হইয়া যায়। এই জাতীয় লোকদের রাজ-প্রাসাদ পর্যন্ত আনাগোনা রহিয়াছে এবং ঐখানে ইহাদের আসা যাওয়া চলে। রীতিমত তাহাদের সংগে বসিয়া ইহারা ষড়যন্ত্র প্রনয়ণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত আলেমদের অবস্থা এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই অবস্থায় কেবলমাত্র আহমদীরাই পিষিয়া যাইতেছে না; আপনারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে এই অবস্থায় সমস্ত দেশ পিষিয়া যাইতেছে। যে সকল অধিকার হইতে তাহারা আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, জাতির অবশিষ্ট মানুষকে তাহারা কবে ঐ সকল অধিকার দিয়াছে? প্রকৃত সত্য এই যে, যেই দিন হইতে আহমদীরা ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, ঐ দিন হইতে সমস্ত দেশ ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত। যখন আহমদীয়া জামাতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় যে, তোমরা নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলিতে পারিবে না, আমরা একতরফা তোমাদের বিরুদ্ধে যাহা মর্জি বলিতে থাকিব, তখন দেশের অন্যান্য লোকদের উপরও একই পাবন্দী আরোপ করিতে হইল। যেহেতু খোদার তকদীর এইরূপে কাজ করিতেছে, অতএব এইরূপ কোন অধিকার নাই যাহা আহমদীয়া জামাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু ঐ অধিকারগুলি খোদাতায়ালা দেশের অন্যান্যদের নিকট থাকিতে দিলেন। অতঃপর দেশের অন্যান্য লোকদের নিকট হইতেও ঐ সকল অধিকার ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়।

কিছু দিন পূর্বে জামাতের প্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইল। জামাতের বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হইতেছিল। এই আইন পাশ করা হইয়াছিল যে, আহমদীয়া জামাত তাহাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে যদি কিছু বলে, তাহাহইলে শাস্তি দেওয়া হইবে। তিন বৎসর পর্যন্ত জেলও হইতে পারে এবং জরিমানাও হইতে পারে। কয়েকদিন পর খোদার তকদীর সরকারকে সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে ঠিক ঐ একই পাবন্দী আরোপ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যদি নির্বাচন ও রেফারেন্ডামের বিরুদ্ধে কেহ কথা বলে, তাহা হইলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে, তাহার ইজ্জত বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার স্বাধীনতা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বরং যে ভাষা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছিল, উহার চাইতে অধিক কঠোর ভাষায় পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার হরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাদের নিকট কোন কিছুই থাকিতে দেওয়া হইল না। ইহা হইতে আপনারা আন্দাজ করিতে পারেন যে, আল্লাহর তকদীরও যুগপৎ নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে। যে সকল অধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে, ঐ সকল অধিকার হইতে সমস্ত জাতিও সংগে সংগে বঞ্চিত হইয়া যাইতেছে। একই তকদীর সকলের জন্য এক জায়গায় একত্রিত হইতেছে।

পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, তাহাদিগকে (আহমদীদিগকে) জুলুম ও অত্যাচারের নীচে পিষা হইতেছে এই কারণে যে তাহারা খোদার নাম লইতেছে এবং তাহারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের ভালবাসার কথা বলিতেছে। অবশিষ্ট জাতিকে এই অপরাধে শাস্তি প্রদান করা হইতেছে যে, তাহারা কেন নীরবে এই ব্যাপারটি সহ্য করিতেছে। আমিতো পরিস্থিতিটি এই ভাবে দেখিতেছি যে, আহমদীয়া জামাতের উপর একটি অন্যায় করা হইতেছে এবং সমগ্র জাতি নীরব রহিয়াছে এবং ইহা বরদাশ্‌ত করিতেছে এবং বলিতেছে যে ইহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ ইহাতো আহমদী-দের সহিত করা হইতেছে। অতঃপর কিছু দিন পরে অনিবার্যরূপে তাহাদের সহিত ঐ একই আচরণ, বরং উহার চাইতে অধিক শক্ত আচরণ করা হইয়া থাকে। এমন কিছু নাই, যাহা হইতে আহমদীয়া জামাতকে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং উহা জাতিকে দেওয়া হইয়াছে। আপনারা দুই এক বৎসরের ইতিহাস ঘাটিয়া দেখিলে ইহাই দেখিবেন যে, কার্যতঃ এই ব্যাপারই ঘটিয়াছে। ইহার ফল হইবে অত্যন্ত ভয়ংকর। ইহা অস্বীকার করার জো নাই।

যাহা হউক, বর্ত্তমানে দুশমনদের উদ্দেশ্য হইতেছে আহমদীয়া জামাতকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় করিয়া দেওয়া এবং আহমদীয়া জামাতের হস্তকে শৃংখলিত করিয়া দেওয়া এবং আহমদীয়া জামাতের পদদ্বয়কেও শৃংখলিত করিয়া দেওয়া এবং পাকিস্তান হইতে আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া ফেলা। সুতরাং ঐ দিন নিশ্চয়ই দূরে নহে যখন এই দিকে তাহারা অগ্রসর হইবে। কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানগুলির বিরুদ্ধেও তাহারা সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র করিবে এবং জামাতের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ও জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তাহারা ষড়যন্ত্র করিবে। যতদূর তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় তাহারা কোন ন্যায়নীতির তাকিদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনাদের সহিত কোন দয়ার আচরণ করিবে না। যতদূর তাহাদের ক্ষমতায় কুলাইবে তাহারা সকল মানবিক অধিকার হইতে আহমদীয়া জামাতকে বঞ্চিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। এই ব্যাপারটি আরো তীব্র করিয়া তোলা তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহা কতদূর পর্য্যন্ত গিয়া গড়াইবে, উহার ব্যাখ্যা এখন আমি দিব না। কিন্তু আমি জানি তাহাদের উদ্দেশ্য কি।

অতএব আমি জামাতকে অবগত করিতে চাই, যেন তাহারা এই কথা মনে না করে যে, প্রত্যেক বার একটি অত্যাচারের পর তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে যে, বাস্, ইহা

যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহারা যতই জুলুম করিতে থাকিবে তত অধিক তাহারা আপনাদিগকে ভয় করিবে। তাহারা যতই জুলুম করিতে থাকিবে, তাহাদের অস্থিরতা ততই বাড়িতে থাকিবে এবং অশান্তিও বাড়িতে থাকিবে—ইহা একটি সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ জামাত। আমরা এখন ইহাদের নিকট হইতে নির্ভয় থাকিতে পারি না। অতএব তাহারা আরো অধিক সম্মুখে অগ্রসর হইবে। যেহেতু জামাত সবুর ও শোকরের মোকামে অবস্থিত এবং কোন মূল্যেই তাহাদের নিকট মস্তকাবনত করিতে প্রস্তুত নয়, অতএব তাহাদের ক্রোধ ও রোষাগ্নি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাহারা অধিক কষ্ট অনুভব করিবে যে, আমরাতো এত কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু ইহাদের (আহমদীদের) মাথাই নত হইল না। ইহারা পূর্বের মতই উঁচু করিয়া রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করিতেছে। পূর্বের মতই স্বীয় খোদার উপর ইহাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে। পূর্বের মতই ইহারা আকাশ হইতে সাহায্য আসার অপেক্ষায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমরা কেন ইহাদের ঈমানের উপর হামলা করিতে পারিলাম না? আমরা কেন ইহাদের আমলকে ধ্বংস করিতে পারিলাম না? আমরা কেন ইহাদের সাহস ও উদ্দীপনাকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিলাম না? কেন আজও ইহারা মানুষের মূল্যবোধ লইয়া জীবিত রহিয়াছে? বরং আমাদের চাইতে অধিক মূল্যবোধসহ ইহারা জীবিত আছে। যতই দিন অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে, এই সকল কারণে তাহাদের কষ্ট ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ঐ দুষ্কৃতিকারী বৌ, যে নিজ স্বামীর নিকট এই দাবী করিয়াছিল যে নিজ মায়ের মাথা কাটিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হইব না, তাহার মত ইহারা মনে করে যতদিন পর্যান্ত না শেষ ও চরম পর্য্যায়ে যাওয়া যাইবে ততদিন পর্যন্ত আহমদীয়া জামাতকে হীন ও দুর্বল করা যাইবে না এবং ততদিন পর্যন্ত আমাদের হৃদয়ে শান্তি মিলিবে না। এইজন্য ইহারা নিজেদের দলপতির দিকে ধাবিত হয় এবং খুব বড় হইতে বড় দাবী-দাওয়া করে এবং আরো বড় দাবী দাওয়া করিতে শুরু করিয়া দেয় যে, না, এখনও আমাদের হৃদয় সন্তুষ্ট হয় নাই। এখন এই কাজও আমরা করিয়া ছাড়িব। তারপর আমরা সন্তুষ্ট হইব। এখন এই কাজটিও আমরা করিয়া ছাড়িব। তারপর আমরা সন্তুষ্ট হইব।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, আহমদীয়া জামাতের হাত বাঁধিয়া দিলেও এবং আহমদীয়া জামাতকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় করিয়া দিলেও খোদার ফজলে আহমদীয়া জামাত জয়লাভ করিবে। কেননা খোদার সিংহদের হাত পৃথিবীতে কখনো কেহ বাঁধিতে পারে নাই। এই শৃংখল অনিবার্যারূপে ভাংগিয়া যাইবে এবং অনিবার্যারূপে এই শৃংখল বন্ধনকারীরা নিজেরাই গ্রেফতার হইয়া যাইবে। ইহা এইরূপ একটি তকদীর যাহা পৃথিবীতে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। খোদার হাতও কি কখনো কেহ বাঁধিয়াছে? এইজন্য যখন খোদার বান্দার হাত বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তখন কার্যতঃ এই দাবী করা হয় যে, আমরা খোদার হাত বাঁধিতে পারি। আমাদের হাত খোদার নিজেরই হাত। কোরআন করীম ঘোষণা করিতেছে يدٰه مبسوطتان যে, তাঁহার উভয় হাতই মুক্ত। তাঁহার

ডান হাতও মুক্ত এবং বাম হাতও মুক্ত এবং পৃথিবীর কোন শক্তি খোদার হাতকে বাঁধিতে পারে না। অতএব জুলুমের ক্ষেত্রে তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আপনাদিগকে নিশ্চিয়তা দান করিতেছি যে, খোদার ফজলে আহমদীয়া জামাতের সিংহ বাঁধা হাত লইয়াও তাহাদের উপর জয়লাভ করিবেই করিবে। পৃথিবীতে কেহ ইহাদের ঈমানের মস্তককে নত করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে কেহ আহ-মদীয়া জামাতের দৃঢ়সংকল্পের মস্তককে নত করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে কেহ জামাতে আহমদীয়ার সবুরের শক্তিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না।

যতদূর তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে চায়, অগ্রসর হইতে দাও। আমরাও অপেক্ষায় রহিয়াছি এবং আমরা জানি যে খোদার তকদীরও কাজ করিয়া যাইতেছে এবং আল্লাহ-তায়ালা কোরআন করীমে যেইরূপে বলিয়াছেন o انهم يكيدون كيدا o و اكيد كيدا o —'তাহারাও তদবীর করিতেছে এবং আমি এই ব্যাপারে উদাসীন নই! আমিও তদবীর করিতেছি এবং অবশেষে খোদার তদবীরই নিশ্চিতরূপে জয়লাভ করিবে।' কবে জয়লাভ করিবে, কত দেরীতে জয়লাভ করিবে—ইহা আপনাদিগকে আমি এখন কিছুই বলিব না। কিন্তু আমি আপনাদিগকে এতটুকু বলিয়া দিতেছি যে, যখন খুব কষ্টের দিন আসে, আল্লাহ-তায়ালা অনবরত আমাকে সুসংবাদ দান করেন। কেবল আমাকেই নয়, বরং সমস্ত জামাত সারা বিশ্বে বিপুল পরিমাণে সুসংবাদ লাভ করিতে আরম্ভ করে। যত ভয়ানক দিন আসে, ততই আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে আলোকজ্জ্বল দিনের ওয়াদা সুস্পষ্টরূপে আসিয়া থাকে। ইহা অদ্ভূত ধরণের ঘটনা, যাহা পৃথিবীর অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যদি এই সকল স্বপ্ন নফ্‌স-প্রসূত হয়, যদি এই সকল স্বপ্ন নফ্‌সের ধোকা হয় এবং যদি এই সকল কাশ্‌ফ (দিব্য দর্শন) নফ্‌সের প্রতারণা হয়, তাহা হইলে নফ্‌সের অবস্থাতো এই যে—এবং পৃথিবীর সমস্ত নফ্‌স বিশেষজ্ঞ অবগত আছে যে, হতাশা যত বেশী বাড়িতে থাকে, তত বেশী ভীতপ্রদ স্বপ্ন মানুষ দেখিতে শুরু করে। যত অধিক মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া যায়, তত অধিক ভয়াল দৃশ্য সে দেখিতে আরম্ভ করে। দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন, দুঃখ কষ্টে জর্জরিত এবং ভয় ভীতিতে আতংকগ্রস্ত লোকদের তো Hullucination (মতিভ্রম) আরম্ভ হইয়া যায়। শান্তির পরিবেশে থাকিয়াও তাহারা বিপদ দেখিতে থাকে। ইহা কেবলমাত্র সত্যবাদীদের লক্ষণ হইয়া থাকে যে, চরম অন্ধকারের সময়ও খোদা তাহাদের সহিত আলোর ওয়াদা করেন এবং তাহাদিগকে আলোর নিদর্শন দেখান। চরম দুঃখ-কষ্টের সময় খোদাতায়ালা তাহাদের সহিত মনোমুগ্ধকর কথা বলেন এবং তাহাদের হৃদয়কে আনন্দ, প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলেন।

অতএব, যখন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুঃখ-কষ্টের চরম সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন, ঠিক ঐ সময় তাঁহার নিকট ইসলামের বিজয়ের ওয়াদা করা হইতেছিল। অদ্ভূত ব্যাপার যে, কোরআন করীমের বর্ণনানুযায়ী একদিকে খন্দকের

যুদ্ধের সময় এইরূপ সময় আসিল যেন জাতির উপর ভূমিকম্প নামিয়া আসিল এবং ঐ সমস্ত লোক যাহাদের ঈমান মজবুত ছিল না তাহারা মনে করিল যে, এখন মৃত্যু মাথার উপর আসিয়া গিয়াছে এবং কেহ ইহা রোধ করিতে পারিবে না এবং লোকদের চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে ক্ষিধার যন্ত্রণায় সকলে পেটে পাথর বাঁধিয়াছিল। এইরূপ সময় যখন মুসলমানেরা এতখানি দুর্বল ও অসহায় ছিল যে, চলাফেরা করাও তাহাদের জন্য মুস্কিল হইয়া গিয়াছিল, তখন একজন সাহাবী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দয়ার অনুভূতিতে Appeal (আবেদন) সৃষ্টি করার জন্য বলিলেন "হে আল্লাহর রসুল! কিছু করুন। এখন আমরা কি করিব? এখন এই অবস্থা হইয়া গিয়াছে!" তিনি নিজের পেটের উপর হইতে কাপড় উঠাইলেন এবং আঁ-হুজুর দেখিলেন যে তাহার পেটে পাথর বাঁধা রহিয়াছে। উক্ত সাহাবী বলিলেন, "আমার দুরাবস্থার প্রতিতো লক্ষ্য করুন। পাথর বাঁধিয়া আমি জঠর জ্বালা নিবারণ করিতেছি।" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজ মুখে কোন উত্তর দিলেন না। তিনি নিজের পেট হইতে কাপড় উঠাইলেন। রাবী বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পেটে দুইটি পাথর বাঁধা ছিল। তিনি বলিলেন, "আমি তোমার চাইতে ক্ষুধার্ত্ত। যেই কষ্টের মধ্যে তুমি রহিয়াছ, উহার চাইতে অধিক কঠোর কষ্ট আমি অনুভব করিতেছি। এইরূপ মনে করিওনা যে আমার হৃদয় পাথর। তোমাদের চাইতে অধিক দরদ আমি তোমাদের জন্য পোষণ করি। কিন্তু খোদা আমাদের জন্য যে তকদীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, উহাতে আমরা সন্তুষ্ট।"

ঐ চরম ও গভীর দুঃখের রজনীতেও খোদাতায়ালা তাঁহাকে আজীমুশশান সুসংবাদ দান করেন। এইরূপ আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য তাঁহাকে দেখাইলেন যে, মানুষ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা উহা ধারণাও করিতে পারেনা। উহাই প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ বিশ্বাস প্রদর্শনের সময় হইয়া থাকে। একটি পাহাড় খুঁড়িবার সময় কোন একটি পাথর ভাংগিতেছিলনা। তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ডাকা হইল। তাঁহার নিকট ইহা নিবেদন করা হইল, যদিও যাহারা পাথর ভাংগিতেছিল তাহারা বড়ই শক্তিশালী লোক ছিল। তাহারা বলিল যে, হে আল্লাহর রসুল! এই পাথর আমাদের পথের অন্তরায় এবং আমাদের নিকট এত সময় ও এত শক্তি নাই যে পাথরকে ভাংগিয়া লম্বা করিয়া দেই অথবা দূর হইতে খোদাই করিয়া আনি।" তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐ কুঠারটি অথবা তাহারা যে জিনিষ দ্বারা পাথর ভাংগিতেছিল উহা নিজের হাতে লইলেন এবং পাথরের উপর মারিলেন। ঘর্ষণের ফলে যেইরূপে স্ফুলিংগ বাহির হয় তখন উক্ত পাথর হইতেও স্ফুলিংগ বাহির হইল। কিন্তু স্ফুলিংগ দেখিয়া আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খুব জোরে না'রায়ে-তকবীর ধ্বনি দিলেন, 'আল্লাহ আকবর' 'আল্লাহ আকবর'। আবার তিনি পাথরের উপর আঘাত করিলেন। আবার স্ফুলিংগ বাহির হইল। আবার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খুব জোশের সহিত না'রায়ে-তকবীর ধ্বনি দিলেন।

যাহা হোক, পাথর তো ভাংগিয়া গেল। কেননা খোদার তকদীর ইহাই লিখিয়াছিল যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে ঐ পাথর ভাংগিবে। সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন যে, হে রসুলুল্লাহ! ব্যাপারটি কি? তিনি বলিলেন যে, "প্রথমবার যখন আমি পাথরের উপর আঘাত করিলাম তখন ঐ স্ফুলিংগে খোদাতায়ালা আমাকে খাইবারের দুর্গ দেখাইয়াছিলেন যে, এই দুর্গকে আমি তোমার জন্য জয় করিয়া দেখাইয়া দিব। দ্বিতীয়বার যখন আমি পাথরের উপর আঘাত করিলাম তখন পারস্য সাম্রাজ্য দেখান হইল এবং ঐ প্রাসাদ দেখান হইল যাহা খোদাতায়ালা মুসলমানদের অধিকারে আনিয়া দেওয়ার ফয়সালা করিয়াছিলেন"। তখন মুসলমানদের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কতিপয় আরব গোত্রের মোকাবেলায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন মনে হইতেছিল এবং অবস্থা এই ছিল যে যদি আরও কয়েক দিন অবরোধ চলিত তাহাহইলে আরব গোত্রগুলির হাতে মুসলমানেরা মারা না গেলেও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া তাহারা মারা যাইত। কিন্তু তখন খোদাতায়ালা এই কথা বলিতেছিলেন যে, আমি তোমাকে খাইবারের চাবিও দান করিতেছি এবং আমি তোমাকে পারস্য সাম্রাজ্যের ধন-দৌলতও দান করিতেছি। আমি তোমাকে রোমের উপরও শক্তি দান করিব। আমি তোমাকে পারস্যবাসীদের উপরও বিজয় করিয়া দিব। সমগ্র পৃথিবীতে তুমি ছড়াইয়া পড়িবে। সমগ্র পৃথিবীর বড় বড় শক্তি গুলি তোমার সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে। এই সকল সুসংবাদ ঐ অবস্থায় দেওয়া হইতেছে।

আল্লাহতায়ালার অদ্ভুত মহিমা যে একদিকে দুশ্চিন্তা বাড়িতেছে এবং বাহ্যতঃ অন্ধকার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে এবং উহা হইতে বাহির হইয়া আসার আর কোন রাস্তা দেখা যাইতেছে না। অন্যদিকে আল্লাহতায়ালা সুসংবাদের পর সুসংবাদ দান করিয়া চলিয়াছেন। দুই তিন দিন পূর্বে কোন খবরের দরুন আমি ভয়ানক অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্যে ছিলাম এবং জোহরের নামাজের পর বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করিলাম। তখন আমার মুখ হইতে 'জুময়া, জুময়া' শব্দগুলি বাহির হইল এবং যুগপৎ একটি ঘড়ির ডায়ালের উপর যেখানে ১০ এর সংখ্যা রহিয়াছে সেইখানে অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে সংখ্যাটি চমকাইতে লাগিল। উহা স্বপ্ন ছিল না। এই সময় আমি জাগিয়া ছিলাম। ইহা কাশ্‌ফী দৃশ্য ছিল। ঐ যে ১০ দেখিতেছিলাম উহা যদিও ঘড়ির দশম সংখ্যা অর্থাৎ ঘড়ির দশটার চিহ্ন. কিন্তু আমার মনে হইতেছিল যে উহা ১০ তারিখ; আমার মনে হইতেছিল 'Friday the Tenth' ইংরাজীতে আমি বলিতেছিলাম 'Friday the Tenth' এমনিতেতো উহা ঘড়িই ছিল এবং ঘড়ির ডায়ালের উপর ১০ ছিল। অতএব আল্লাহতায়ালা উত্তম জানেন উহা কোন জুময়া হইবে. যেইদিন খোদাতায়ালা ঐ উজ্জ্বল নিদর্শন দান করিবেন। অবশ্য এই ঘটনা একবার ঘটে নাই। বার বার ঘটিয়াছে। যখনই জামাতী ব্যাপারে ভয়ানক পেরেশানী উপস্থিত হইয়াছে আল্লাহতায়ালা অবিরাম ধারায় সুসংবাদ দান করিয়াছেন।

ইহার কয়েকদিন পূর্বে স্বপ্নে আল্লাহতায়ালা আমাকে সুসংবাদ দান করেন। চারিটি সুসংবাদ এক সংগে দান করিলেন। যখন আমি ঘুম হইতে উঠিলাম তখন আমার মুখে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সাল্লামের একটি কবিতা ছিল যে :—

"غموں کا ایک دن اور چار شادی فسبحان الذی اخزی الاعادی"

চারটি সুসংবাদের হেকমত এই যে, একটি দুঃখ আসিলে খোদাতায়ালা চারিটি সুসংবাদ দান করিবেন এবং অবশ্যই দুশমনদিগকে হীন করিয়া দিবেন। কেননা বর্তমানে জামাতের অবস্থা পৃথিবীর দৃষ্টিতে সব চাইতে বেশী হীন। চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে একটি অসহায় ও করুণ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। খোদার তরফ হইতে সুসংবাদ দানের ইহাই সময় এবং এই সুসংবাদগুলির উপর বিশ্বাস করার ইহাই সময়। আজ যাহারা খোদার দেওয়া ওয়াদাসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আজ যাহাদের ঈমানে কোন পতন ঘটে নাই, তাহারাই খোদার নিকট সম্মানিত এবং তাহাদিগকেই পৃথিবীতে বিজয়ী করা হইবে এবং তাহাদিগকে খোদা কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। কেননা দুদিনে যাহারা খোদার উপর ঈমান রাখে, তাহাদের ঈমানে কোন পতন ঘটে না। আল্লাহ-তায়ালার তকদীর তাহাদের জন্য এইরূপ কাজ করিয়া দেখান যে পৃথিবী ইহা ধারনাও করিতে পারে না।

অতএব স্বীয় রব্বের সংগে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করার সময় আজই। স্বীয় রবেবর সংগে প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক মজবুত করার সময় আজই। আজ আপনারা বিশ্বাস করুন যে আমাদের খোদা আমাদের সহিত সত্য ওয়াদা করিতেছেন। আজও সত্য ওয়াদা করিতেছেন এবং আগামী দিনও সত্য ওয়াদা করিবেন। বাহ্যতঃ পৃথিবীর দৃষ্টিতে আমরা যতই হীন হইয়া পড়ি না কেন, কিন্তু সমস্ত মান-ইজ্জতের অধিকারী খোদা আমাদের সংগে রহিয়াছেন এবং আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। কখনও করিবেন না! এই বিশ্বাসের উপর দাগ পড়িতে দিবেন না। ইহার হেফাজত করুন। কেননা আজিকার দিন প্রকৃতপক্ষে আপনাদের আগামীকালের ফয়সালা করিবে। আজ যদি আপনারা আপনাদের খোদার উপর ঈমানকে দুর্বল করিয়া দেন এবং আজ যদি খোদার ওয়াদার উপর সন্দেহ পোষণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কাল যদি আপনাদের তকদীর বিগড়াইয়া যায় তবে আপনারাই এই তকদীরের বিগড়ানোকারী হইবেন। অতএব, আপনাদের বিশ্বাসকে হেফাজত করুন এবং যতদূর আপনাদের শক্তিতে কুলায়, ততদূর প্রত্যেক প্রকারের তদবীরের পন্থাও অবলম্বন করুন।

মোমেনের জন্য খোদাতায়ালা যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন উহা এই যে, তাহাদের ঈমান পরিপূর্ণ থাকিবে এবং খোদার তকদীরের উপর একদিনের জন্যও অবিশ্বাস পোষণ করিবে না এবং ইহার পাশাপাশি নিজেদের তদবীরকেও শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। অতএব দুশমনেরা আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রের উপর যতই হামলা করার চেষ্টা করিতেছে বা হামলায় কৃতকার্য্য হইয়া যায়, ততই জামাতের পক্ষ হইতে ইহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত।

অতএব বারবার আমি জামাতের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, যখন ইহারা আপনাদের জীবনের উপর হামলা করিতেছে অথবা আপনাদিগকে নাস্তা-নাবুদ করার স্বপ্ন দেখিতেছে এবং নুতন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছে, তখন ইহার প্রতিক্রিয়া এই হওয়া উচিত যে, শক্তির সহিত আপনারা অগ্রসর হইবেন এবং আপনারা বৃদ্ধি পাইবেন ও বিস্তৃত হইবেন, যাহাতে দুশমনেরা সম্পূর্ণরূপে লজ্জিত হইয়া যায় ও ব্যর্থ হইয়া যায় এবং হতাশা ও গ্লানি ছাড়া যেন ইহাদের হাতে আর কিছুই না থাকে। এক জায়গায় যখন তাহারা জামাতকে দাবায় তখন দশ জায়গায় আপনারা ছড়াইয়া পড়ুন। তাহারা একজন আহমদীকে শহীদ করিলে আপনারা হাজার মনুষকে আহমদী বানাইবেন। একটি দেশে আহমদীয়া জামাতের মসজিদকে বিধ্বস্ত করিলে হাজারো দেশে আহমদীয়া জামাত মসজিদ নির্মাণ করিবে। জিন্দা জাতির ইহাই জবাব। ঈমানদার জাতির ইহাই জবাব। এইজন্য আমি বারবার জামাতের মনোযোগ ভবলীগের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি এবং খোদার ফজলে কোন কোন দেশে খুবই উত্তম ফল পাওয়া যাইতেছে।

ইংল্যাণ্ড বহুকাল হইতে শুইয়া ছিল। কয়েকমাস হইতে তাহাদিগকে ঝাঁকুনী দেওয়া হইতেছে এবং ইহাতে ফলোদয় হইয়াছে। আজিকার ডাকেও সংবাদ আসিয়াছে যে খোদার ফজলে অনেক বয়াত হইয়াছে। পূর্বে তাহারা দুই, চার, পাঁচ বয়াতে সন্তুষ্ট হইয়া যাইত এবং বড় খুশী হইয়া যাইত যে চারিটি বয়াত হইয়াছে। এই বৎসর কয়েক মাসে খোদার ফজলে এই পর্যন্ত ষাটটি বয়াত হইয়াছে এবং এখনও সমস্ত প্রচেষ্টা পরিপক্কও হয় নাই। ফল পাকিতেতো সময় লাগে। জার্মানীর ওয়াদা ছিল একশত বয়াত। তাহারা ১১২ বা ১৪ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং নিজেদের টার্গেট পুর্ণ করিয়া আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে। সাক্ষাতের সময় এবং কোন কোন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান আহমদীদের প্রচেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই। তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আহমদীর চেষ্টার ফলশ্রুতিতে আল্লাহতায়ালা এই বৎসর জার্মানীতে ১১২-এর কাছাকাছি নুতন আহমদী দান করিয়াছেন। এক বৎসর পুর্বে আমাদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার সময় ছিল। যখন হইতে জার্মানীর মিশন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তখন হইতে এই পর্যন্ত আমার আন্দাজ অনুযায়ী সমগ্র দেশে একশতের অধিক আহমদী হয় নাই। অবস্থা এই যে পরীক্ষা যতই শক্ত হইতেছে খোদার রহমত তত অধিক সুস্পষ্ট হইয়া নাযেল হইতেছে। ইহাতে না আমার প্রচেষ্টার কোন স্থান আছে, না আপনাদের প্রচেষ্টার কোন স্থান আছে। ইহা খোদার বিশেষ নিদর্শন। তাঁহার নৈকট্যের এই নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে। কয়েকটি জায়গায় তোমরা বিপদ দেখিতেছ। এই কয়েকটি বিপদের মোকাবেলায় আমি (খোদা) সব জায়গায় তোমাদের উপর রহমত নাজেল করিতেছি। যদি তোমাদের দেখার মত চোখ থাকে তাহা হইলে দেখিবে, যেইখানে বিপদ দেখা যাইতেছে না সেইখানেও আমি রহমত নাজেল করিতেছি। ফ্রান্সের অধিবাসীগণ, আপনারা কেন এই পুরস্কার হইতে বঞ্চিত

রহিয়াছেন ? আমি আপনাদের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি। এক একটি করিয়া দেশ জাগিয়া উঠিতেছে। আমেরিকা হইতেও অনেক বয়াতের সুসংবাদ আসিতে শুরু করিয়াছে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জ একটি বহু দূরের অঞ্চল। এই অঞ্চল এইখান হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, উহা হইতে দূরের কোন দেশ আর নাই। সেইখান হইতেও সুসংবাদ আসিতে শুরু করিয়াছে। এক, দুই, তিন, চার, করিয়া বয়াত বৃদ্ধির প্রবণতা শুরু হইয়া গিয়াছে। চতুর্দিকে বয়াতের এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিয়াছে। তাহা হইলে ফ্রান্স পর্যন্ত কেন এই খবর পৌঁছিল না ? আমি অবাক হইয়া যাই। ফ্রান্সের আহমদীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে চিঠি লিখিয়া থাকেন। ঐ গুলি হইতে বুঝা যায় যে আল্লাহতায়ালার ফজলে তাহারা তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে আমি আনন্দিত। কিন্তু জামাত হিসাবে এবং জিন্দা জামাত হিসাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া ফ্রান্সবাসীদিগকে ইসলামে প্রবেশ করানোর ঐ লক্ষণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা আমি আপনাদের নিকট হইতে আশা রাখি। এই জন্য আমি আজ এই বিষয়ের উপর খোৎবা সমাপ্ত করিতেছি।

সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা চিন্তা করুন যে, আপনাদিগকে খোদাতায়ালা এইখানে এই ধরণের শান্তি দান করিয়াছেন। আপনাদের ভ্রাতা, ভগ্নী এবং সন্তানেরা, যাহাদের নিকট হইতে আপনারা বর্ত্তমানে দূরে বসিয়া রহিয়াছেন, তাহারা হাজারো বিপদের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব, প্রথমেতো এই অবস্থায় আপনারা নিজেদের হৃদয়কে প্রশান্ত হইতে দিবেন না। তাহাদের চিন্তায় অস্থির থাকুন। তাহাদের জন্য দোওয়া করুন। তাহাদের দুঃখে অংশ গ্রহণ করুন। আপনাদের প্রথম প্রতিক্রিয়াতো ইহাই হওয়া উচিত। আপনাদের যে সকল ভাই সেইখানে (পাকিস্তানে) বসিয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইবেন না। কেননা জিন্দা জাতি কখনও ভুলিয়া যায় না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, মোমেনতো একটি দেহের মত। আংগুলের প্রান্তেও যদি কোন ব্যাথা লাগে, তাহা হইলে সমস্ত দেহে তাহা অনুভূত হয়। আমাদেরতো কেন্দ্রীয় পদমর্যাদাধারী লোকদেরও কষ্ট হইতেছে। রাবওয়া পাকিস্তানবাসীদেরই কেন্দ্র নয়। আহমদীয়া জামাতের জন্য ইহা সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্র। সেইখানে কষ্ট হইতেছে। পাকিস্তানেরতো কেন্দ্রীয় মর্যাদা রহিয়াছে। সেইখানে আহমদীরা খুবই কষ্টের মধ্যে রহিয়াছে। তাহাহইলে ইহা কি করিয়া হইতে পারে যে অন্যান্য আহমদীরা শান্তিতে বসিয়া থাকিবে ?

অতএব আপনারা জীবনের ধরণ ধারণ বদলাইয়া ফেলুন। নিজেদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন। আপনাদের হৃদয়কে নিজেদের ভাইদের জন্য কোমল করুন। তাহাদের জন্য দোওয়া করুন। যে কাজ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, ঐ কাজগুলিতে এত জোর লাগান যেন দুশমন অবাক হইয়া যায় যে আমরা এক জায়গায় দাবানোর চেষ্টা করিতেছি ইহারা শত শত জায়গায় সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহা হইল প্রকৃত জবাব, যাহা তদবীরের মাধ্যমে আপনাদের দেওয়া উচিত। আমরা বিশ্বাস করি, খোদার তকদীরতো অনিবার্য্যরূপে কাজ করিতেছে এবং করিবে। আপনাদের নিকটতো এই কথা আমি অনেক বলিয়াছি। কিন্তু তদবীরের মাধ্যমে খোদাতায়ালাকে বলুন যে, তোমার তকদীরের অধীনে, তোমার তকদীরের আলোকে এবং তোমার তকদীরের নির্দ্দেশে আমরাও কাজ করিতেছি। এলাহী তকদীর ও বান্দার তদবীরের যখন সমাবেশ ঘটে তখন পৃথিবীতে আজিমুশশান ফল প্রকাশিত হয়। অতএব আপনারা তবলীগের প্রতি অসাধারণ মনোযোগ দিন।

ফ্রান্সের জামাতের পক্ষ হইতে প্রকৃত আনন্দ তখন লাভ করিব যখন দেখিতে দেখিতে জামাতের চেহারা পালটাইয়া যাইবে এবং যেইখানে আজ আহমদীয়াতের কোন অস্তিত্ব বাহ্যতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইখানে যখন একটি আজিমুশশান জামাত কায়েম হইয়া যাইবে। কেবল-মাত্র ইহাই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে যেখানে ফরাসী ভাষা বলা হয় সেখানকার জন্যও ফরাসীতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র কায়েম হইয়া যাইবে। আল্লাহর ফজলে ইহার জন্য আমরা জায়গা ক্রয় করিয়াছি এবং ইনশাল্লাহতায়ালা আমি চেষ্টা করিব যাহাতে অতি শীঘ্র আপনারা একজন কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ পাইয়া যান, যিনি উত্তমরূপে ফরাসী ভাষা জানেন। গতকাল এই ব্যাপারে শলাপরামর্শ হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ বেশী দেরী হইবে না। ফরাসী ভাষায় কোরআন করীমের তরজমা প্রস্তুত হইয়াছে এবং অনুরূপভাবে পুস্তক-পুস্তিকার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। অনেক কাজ আমরা খুবই দেরীতে করিতেছি। বিগত ছয় সাত মাস হইতে নীরবে এই সমস্ত কাজ হইতেছে। আপনারা অবগতও নহেন। কিন্তু আপনাদিগকে সংস্কারক বানানোর জন্য এই সকল কাজ করা হইতেছে। আপনাদিগকে হাতিয়ার দেওয়ার জন্য এই সকল কাজ করা হইতেছে। অতএব এই সমস্ত জিনিষ প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে বা প্রস্তুতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে। ইনশাআল্লাহতায়ালা এই সকল জিনিষ অচিরেই আপনাদের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। আপনারা নিজদিগকে তৈয়ার করুন। প্রত্যেক আহমদী নিজের উপর ফরজ করিয়া লউন যে নিশ্চয়ই আমি এইখানে আহমদীয়াতের চারা লাগাইব।

আপনারা কেবল পাকিস্তানীদের মধ্যে কাজ করিবেন না। অবশ্য তাহাদের দাবী রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে তাহাদের মধ্যেও কাজ করিবেন। কিন্তু চেষ্টা করুন যাহাতে ফ্রান্স-বাসীদের সংগে আপনাদের সম্পর্ক কায়েম হয় এবং তাহাদের নিকট আপনাদের পয়গাম পৌঁছে। মরিসাসেও আমি লিখিয়া দিয়াছি। জার্মানিতে ফ্রান্সের কোন কোন আহমদী মহিলা রহিয়াছেন। তাহাদিগকেও আমি এই কথা বুঝাইয়া দিয়াছি যে তাহারা যেন ফরাসী ভাষায় ক্যাসেট তৈয়ার করে। কেননা ফ্রান্সের মানুষ ফরাসী মেজাজ সম্বন্ধে জানে। তিনজন মহিলা ক্যাথলিক হইতে মুসলমান হইয়াছেন। এইজন্য বিশেষ করিয়া আমি তাঁহ দিগকে তাকিদ করিয়াছি যে, এইরূপে ক্যাসেট তৈয়ার করিবেন যাহাতে আপনারা নিজেরাও নিশ্চিত হন যে, যখন ফ্রান্সের মানুষ এই সকল ক্যাসেট শুনিবে তখন তাহাদের হৃদয় প্রভাবিত হইবে। অনুরূপভাবে মরিসাসের লোকেরাও ফরাসী ভাষা জানে এবং ফরাসী মেজাজ বুঝে। তাহাদিগকে (লণ্ডন জামাতের কর্মকর্তাগণ) আমি সম্মত করাইয়াছি, তাহারা যেন অতি শীঘ্র ক্যাসেট তৈয়ার করেন। হইতে পারে কয়েক মাসের মধ্যে বরং ইহার পূর্বেই তাহারা ক্যাসেট পাইতে শুরু করিবে এবং ভি, ডি, ও, পাইতেও শুরু করিবে। এইগুলি ব্যবহার করুন। জার্মানীতেতো ইহাই হইতেছে। ভাষার (ফ্রান্স ভাষার) উপর দখল নাই। খুবই অসুবিধা। অনুরূপ অসুবিধা জার্মানিতেও ছিল। কিন্তু সেখানে আমি দেখিয়াছি যে, যাহাদিগকে একেবারে কাঠ-মূর্খ এবং গো-মূর্খ বলা হইয়া থাকে তাহারাও খোদার

ফজলে কৃতকার্য্যতার সংগে তবলিগ করিতেছে। তাহারা ক্যাসেট লইয়া যায় এবং কার্য্যোপলক্ষে তাহারা যে টুকুই টুটা-ফাটা ভাষা শিখিয়াছে, উহা দ্বারা তাহারা বন্ধু-বান্ধবদিগকে রাজী করিয়া নেয়। সরলতার মধ্যে একটি শক্তি আছে এবং উহা বড়ই প্রভাবিত করে। কোন কোন সময় একজন অশিক্ষিত লোক যখন সহজ টুটা-ফাটা ভাষায় কথা বলে, তখন উহা একজন শিক্ষিত ও হুসিয়ার ব্যক্তির চাইতেও অধিক প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেহেতু আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ে আবেগ দিয়াছেন, অতএব তাহাদের কথার মধ্যেও প্রভাব দান করিয়াছেন। তাহারা বলে, "আমাদের এই টেপ শুন"। তখন বন্ধু-বান্ধবেরা হাসি-তামাসাচ্ছলে ও বন্ধুত্বের খাতিরে বলে, "ঠিক আছে, তোমাদের টেপ শুনিব।" একটি টেপ শুনার পর তাহাদের আগ্রহ সৃষ্টি হইয়া যায়। এইরূপ কিছু আহমদী রহিয়াছে যাহারা কেবল মাত্র ক্যাসেট শুনিয়া আহমদী হইয়াছে। ক্যাসেটকে সেখানে টেপ বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পাঞ্জাবীতে এই কথাটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহারা অত্যন্ত খুশী হয় যে, আল্লাহতায়ালা টেপের মাধ্যমে আমাদিগকে একজন আহমদী বানানোর তৌফিক দান করিয়াছেন।

অতএব আপনারা কেন এই স্বাদ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন? আমি পূর্বে যেইরূপ বলিয়াছি, আপনারাও চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদিগকে প্রচুর বই-পুস্তকও দেওয়া হইবে। আপনাদের নিকট ক্যাসেটও পেঁৗছিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু এই গুলির অপেক্ষা না করিয়াও নিজেদের সহজ সরল ভাষায়, দোওয়ার সহিত আপনারা তবলীগ করিতে শুরু করুন, যাহাতে এই ফলোদয় হয় যে কয়েক মাসের মধ্যে বা এক বৎসরের মধ্যেই এইখানে স্থানীয় বন্ধুদের একটি জামাত কায়েম হইয়া যায়। পাকিস্তানে আহমদীয়াতের দুশমনদের ইহাই জবাব। ইহা হইল ঐ পন্থা, যাহার দ্বারা আপনাদের হৃদয় সত্যিকার অর্থে ঠাণ্ডা হইবে। তখন আপনারা শান্তি লাভ করিবেন। তখন আপনারা বলিবেন, "হাঁ, আমরা এইরূপ মানুষ। তোমরা আমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা কর। আমরা বৃদ্ধি লাভ করিব। তোমরা আমাদিগকে দাবানোর চেষ্টা কর। আমরা উন্নতি করিব। আমাদের কৃতকার্যতা তোমাদের হৃদয়ে জ্বালা ধরাইয়া দিবে। ইহাই হইল আমাদের প্রতিশোধ। তোমাদিগকেও আমরা আহমদী বানাইয়া ছাড়িব এবং সমগ্র বিশ্বকে ইসলামে প্রবেশ করানোর পর আমরা শান্তি লাভ করিব। তোমরা কিভাবে আমাদিগকে ইসলাম হইতে আলাদা করিতে পার।?" ইহা হইল জিন্দা জাতির নিদর্শন। ইহা হইল জিন্দা জাতির জবাব। ইহা হইল জিন্দা জাতির প্রতিশোধ। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দান করুন, যেন আমরা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পূর্বের চাইতে অধিক দ্রুতবেগে সম্মুখে কদম বাড়াইতে থাকি। আমীন।

(ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত খোৎবার উর্দু অনুলিপির অনুবাদ)

অনুবাদ: জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া

সত্য খোদা—সত্য মাহ্‌দী

গীতা, বাইবেল আর পবিত্র কুরআন
আরও যত ধর্মগ্রন্থ আছে পৃথিবীতে
সত্য এক ভবিষ্যৎবাণী লেখা রয়েছে তাতে—
কলি-যুগে আসবে এক কল্‌কি অবতার
শেষ যুগে যেমন আসবে ইব্‌নে মরিয়ম,
আখেরী জমানার ইমাম মাহদী যাঁর নাম
বিশ্ব-শান্তির অমোঘ চাবি রয়েছে তাঁর হাতে।

তিনি এলেন—মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী,
পবিত্র আত্মা, শান্তির দূত, প্রতিশ্রুত সংস্কারক,
একই রমজানে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ তাঁরই সাদাকাত!
তাঁর আগমনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল আবার
কেহ হ'ল ফেরাউন, নমরুদ, কেহবা আবু জাহেল,
হয়তবা এদের নাম—আখম, লেখরাম আর ভুট্টো জুলফিকার!
এক নাদান সৈনিক আবার ইসলামের নামে
কলঙ্কিত করছে এর মহান শিক্ষাকে,
বর্বরতা আর জুলুমের কালিমা লেপন করছে সে
ন্যায়, শান্তি আর ভ্রাতৃত্বের ধর্ম ইসলামের মুখে।
আব্‌রাহার হস্তি বাহিনীর পরিণামের কথা এবং
তারই পূর্বসূরী ভুট্টোর লাঞ্ছনের জ্বলন্ত ইতিহাস
অন্ধ অহমিকায় ভুলে গেছে সে!
কিন্তু সেই আত্মাভিমানী চিরন্তন খোদা
তাঁর প্রিয় মাহদীর বিজয় সুনিশ্চিত করবেন
এ'যুগের ফেরাউন-নমরুদের ধ্বংসের উপর
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল দ্বিধা, সকল সংশয়।
সত্য মাহদীর সত্য খোদা সর্বশক্তিমান,
শুধু সময়ের অপেক্ষা—কেননা তিনি যে মহান।

০—০

—মোঃ আখ্‌তারুজ্জামান

সংবাদ :

ইংল্যাণ্ডের ২০তম বার্ষিক জলসা ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও অভূতপূর্ব সাফল্য সহকারে অনুষ্ঠিত

বিগত ৫, ৬ ও ৭ই এপ্রিল '৮৫ইং তারিখে, টিলফোর্ডে জামাতের নব প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামাবাদ' কেন্দ্রে ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ ২০তম সালানা জলসা আল্লাহ্-তায়ালার অসীম কৃপায় মহাজাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিশ্বব্যাপী ৪৮টি দেশ হইতে আট সহস্রাধিক আহমদী যোগদান করেন। ২৫ একর অধ্যুষিত সেন্টারটিতে ২১টি সুসজ্জিত হলের মধ্যে তাহাদের থাকা ও খাওয়ার ইচ্ছমানের সুব্যবস্থাধীনে, সুবিস্তৃত মাঠে নির্মিত ২৫০×৮০ হাত আয়তনের সুবিশাল প্যাণ্ডালে যাহা ক্যানভাস দ্বারা ঢাকা ও চতুর্দিক হইতে ঘেরা এবং নীচে কার্পেটের উপর অসংখ্য চেয়ার বিছানো ছিল, তিনদিন ব্যাপী জলসার ৫টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য ইসলামী পর্দার পূর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথক প্যাণ্ডাল নির্মাণ করা হইয়াছিল। ৫ই এপ্রিল সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) খোৎবা প্রদান ও জুময়ার নামাজ আদায়ের পর আনুষ্ঠানিকভাবে এক তেজদীপ্ত ঈমানবর্ধক ভাষণের দ্বারা জলসার কার্যসূচীর উদ্বোধন করেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াবলীর উপর ইংরেজী ভাষায় বেশীর ভাগ ইসলামে দীক্ষিত ইউরোপিয়ান, আমেরিকান এবং আফ্রিকান আহমদী ভ্রাতাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যেও বক্তৃতা করেন এবং জলসার শেষ অধিবেশনে হুজুর আকদাস (আইঃ) সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাপী ঐতিহাসিক সমাপ্তি ভাষণ প্রদানের পর এক অভাবনীয় পরম আবেগময় সকরুণ ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক বরকতপূর্ণ জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বি-বি-সি হইতে জলসার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ভাষ্য প্রচারিত হয়। ১২ই এপ্রিল '৮৫ইং তারিখে বি-বি-সির সকাল বেলার উর্দু অনুষ্ঠানে প্রচারিত ভাষ্যটির হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক সম্মেলনের উপর বি-বি-সি-এর ভাষ্য

"এখন কাদিয়ানীদের সেই সম্মেলনের বিবরণ শ্রবন করুন যাহা ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে সমগ্র জগৎ হইতে আগত কাদিয়ানীগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

আহমদী সম্প্রদায়ের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি পাকিস্তানের আহমদীদের প্রতি সমর্থন প্রকাশার্থে অনুষ্ঠিত হয়, যাহারা নিজদিগকে সন্ত্রাসের শিকার বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল যে, আহমদীয়া ফের্কার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে

সরকারের ইঙ্গিতে হয়রাণ করা হইতেছে। তাহাদিগকে শাস্তিদান করা হইতেছে, জুলুম-নির্যাতন করা হইতেছে—এমন কি তাদের অনেক ব্যক্তিকে হত্যাও করা হইয়াছে। এক বৎসর পূর্বে (পাকিস্তানে) একটি অর্ডিনেন্স জারী করা হয়, যাহার অধীনে (সেখানকার) আহমদীগণ নিজদিগকে মুসলমান বলিবার অধিকার রাখে না, তাহাদের উপাসনালয়গুলিকে তাহারা মসজিদও বলিতে পারে না এবং অন্যদের জন্য যে সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নেক আমল এবং প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হয়। সেগুলি তাহাদের জন্য অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে; যাহার শাস্তি জেল হইতে পারে। তাঁহারা প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপর এই দোষারোপ করিয়াছেন যে, তিনি আহমদীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সন্ত্রাস ও উৎপীড়নকে পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ যোগাইতেছেন। সম্মানিত, নির্দোষ ও নিরাপরাধ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা হইয়াছে এবং শত শত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া কঠোর শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার করা হইয়াছে, শুধু এই কারনে যে খোদা এবং তাঁহার নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি তাহারা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রকাশ করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আমেরিকায় বসবাসকারী আহমদী সম্প্রদায়ের নেতা মোজাফফর আহমদ জাফর পাকিস্তানী সরকারের উপর দোষারোপ করিয়াছেন যে, এই সরকার আহমদী-দের মনস্তাত্বিকভাবে বংশ নির্মূল সাধন করিয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানে আহমদীগণ চিন্তা করিতেও ভয় পাইতেছে—তাহারা যে কোন কথা বলিলে বা যে কোন কাজ করিলেই উহা তাহাদের জন্য গ্রেফতারীর কারণ ঘটাইতে পারে।

আহমদীগণ চাহেন, পাশ্চাত্য দেশগুলি যেন পাকিস্তানে মানবিক অধিকার সমূহ পুণর্বহাল এবং মার্শল ল' অবসানের জন্য সেখানকার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

মোজাফফর আহমদ সাহেবের ধারণা যে, আমেরিকান সরকার বিশেষভাবে পাকিস্তানে মানবাধিকার সমূহ উপেক্ষাকরণের বিষয়টি সহ্য করিয়া লইতে পারে না। (এই পর্যায়ে জনাব মোজাফফর আহমদ জাফর সাহেবের কণ্ঠে ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রদত্ত বিবৃতির কিছু অংশ প্রচার করা হয়। তারপর এনাউন্সার উর্দ্দুতে উহার অনুবাদ পেশ করেন):

বিশ্বের ঐ অঞ্চলের অবশিষ্ট লোকদের হেফাজত ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমেরিকার জানা উচিত এবং কমপক্ষে ইহার নিশ্চয়তা লাভ করা উচিত যে, জেনারেল জিয়া যদি আগামী কাল ক্ষমতা হইতে সরিয়া যান তাহাহইলে তাঁহার স্থলে আগমনকারী অপর ব্যক্তি যেন পাশ্চাত্য জগতের সমর্থক হয়। কিন্তু যখন পাশ্চাত্য জগত এই স্বৈরাচারী ব্যক্তিটিকে সমর্থন দান করিতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস হয়, এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের সমর্থন কে করিবে?"

সংকলন ও অনুবাদ: মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসায় যোগদানকারী বাংলাদেশী আহমদীদের নামের তালিকা

১) জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব (চট্টগ্রাম), আমীরে কাফেলা
২) জনাব নজীর আহমদ (চট্টগ্রাম)
৩) মিসেস নজির আহমদ (চট্টগ্রাম)
৪) জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব (ঢাকা)
৫) জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব (ময়মনসিংহ)
৬) জনাব মোহাম্মদ ইয়ামীন সাহেব (ঢাকা)
৭) মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)
৮) জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ সাহেব (ঢাকা)
৯) জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান সাহেব (সুন্দর বন-খুলনা)
১০) জনাব মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ সাহেব (ঢাকা)
১১) মিসেস জাফরুল্লাহ সাহেবা (ঢাকা)
১২) জনাব আনওয়ার মল্লিক (নারায়ণগঞ্জ)
১৩) জনাব বি, কে এ, মোমেন (ঢাকা)

এছাড়া ইংল্যাণ্ডে বসবাসরত বেশ কিছু সংখ্যক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত কয়েকজন বাংলাদেশী আহমদীরাও যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

—(আহমদী রিপোর্ট)

দুর্গারামপুর জামাতের ১২তম সালানা জলসা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত ও বরকত করমে গত ৫ ও ৬ই এপ্রিল '৮৫ইং দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১২তম সালানা জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। (আলহামদুলিল্লাহ) জলসার প্রথম দিন অর্থাৎ ৫ই এপ্রিল জুময়ার নামাযের পর বেলা ৩টা হইতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নজম ও দোওয়ার পর জলসার কর্মসূচী শুরু হয়। অত্র অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব আলহাজ আঃ মতিন চৌঃ সাহেব, কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আবুল কাসেম আনসারী সদর মোয়াল্লেম ও নজম পাঠ করেন জনাব এস,এম, নাঈম উল্লাহ। অতঃপর দোওয়ার পর জলসার কাজ শুরু হয়। অত্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য বিষয় ছিল, অভ্যর্থনা ভাষণ, হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর কলেমার উপর বাণী পাঠ, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও তাহা অর্জনের উপায়, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ এবং খাতামান নবীঈনের তাৎপর্য বিষয়াদির উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্ব জনাব মোহাম্মদ সাদেক চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

মৌঃ আঃ আজিজ সাদেক সদর মুরুব্বী, জনাব মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ও মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী সাহেব। অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব আবুল কাশেম ভুঞা, জেলা কায়েদ কুমিল্লা।

দ্বিতীয় দিন ৬ই এপ্রিল দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সকল ৮টা হইতে বেলা ১১-৩০টা পর্যন্ত চলে। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দিন সাহেব। কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব এস, এম হাবিবুল্লাহ ও জনাব ইব্রায়েতুল হাসান, অতঃপর দোওয়া করে জলসার কাজ শুরু হয়। চলতি অধিবেশনে বক্তব্য বিষয় ছিল—তরবিয়তে আওলাদ, ইসলামে জেহাদ, ইসলামে খেলাফতের অপরিহার্যতা, নজম (উর্দু) অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যে এলাহী জামাতের তরক্কী এবং কুরবানীর তাৎপর্য এবং সর্বশেষে বেদ কোরআনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। বক্তা ছিলেন যথাক্রমে সর্ব জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী, মৌঃ ছলিমুল্লাহ, সদর মোয়াল্লেম, মৌঃ ফজলুল করীম মোল্লা, জনাব নাছের আহমদ, ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন ও জনাব আবুল কাশেম আনসারী, সদর মোয়াল্লেম সাহেব। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব।

দ্বিতীয় দিনে তৃতীয় অধিবেশন চলে বেলা ২-৩০ মিঃ হইতে ৬টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠ করেন জনাব নঈম উল্লাহ ও জনাব মোহাম্মদ নুর-ই-ইলাহী। অতঃপর জলসার কর্মসূচী শুরু হয় এবং বক্তব্যের বিষয় ছিল, খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, হযরত ঈসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু ও তাঁহার পুনরাগমন, দাওয়াত ইলাল্লাহ ও আহমদীয়া জামাতের ভূমিকা, ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন ও তাহাকে মানার গুরুত্ব, নজম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শুকরিয়া আদায়, এর উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্ব জনাব কাউসার আহমদ ন্যাশনাল কায়েদ-২ বাংলাদেশ মজলিসে খোঃ আঃ, জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দিন, জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী, জনাব মৌঃ ছলিমুল্লাহ সদর মোয়াল্লেম, জনাব জিকরে-ই-ইলাহী ও জনাব ফজলে-ই-ইলাহী। অতঃপর সভাপতির ভাষণসহ "মা-বোনদের প্রতি" এক বিশেষ বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি জনাব মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। সর্বশেষে দোওয়ার এলান করা হয় এবং এক আবেগপূর্ণ দোওয়া পরিচালনা করেন জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী সাহেব। তারপর আযান ও নামায মাগরিবের ও ঈসার পর জলসার সমাপ্তি করা হয়। এই অধিবেশনের পরিচালনায় ছিলেন জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী।

জলসাতে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাসহ প্রায় ২৫০ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন। সময় সময় স্থানীয় গয়ের আহমদী ভ্রাতাগণ জলসায় উপস্থিত ছিলেন এবং মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। জলসাতে কতক জেরে তবলীগ ভাইও উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গারামপুরের সকল আহমদী সদস্যদের এবং জামাতের উন্নতির জন্য সকলের নিকট একান্ত দোওয়ার আরজ রেখে বিদায় নিলাম। ওয়াসসালাম

খাকসার—

মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

দুর্গারামপুর

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার একাদশ বার্ষিক তালীম তরবিয়তী ক্লাশ

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আগামী ২৭শে মে রোজ সোমবার হইতে ৭ই জুন রোজ শুক্রবার পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপি বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার একাদশ বার্ষিক তালিম তরবীয়তী ক্লাশ ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাল্লাহ।

অষ্টম শ্রেণী ও তদূর্ধ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রগণ এই ক্লাশে অংশ নিতে পারিবেন। বিশেষতঃ যে সকল ভ্রাতা এ বছর এস, এস, সি, পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতেছেন তাহারা অবশ্যই ক্লাশে যোগদান করিবেন।

ক্লাশে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের খাওয়া ও অন্যান্য আনুসাংগিক খরচের জন্য মাথা পিছু ১০০/০০ (একশত) টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। এই টাকা যত শীঘ্র সম্ভব "নাযেম মাল, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা এই ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

প্রত্যেক বিভাগীয় জেলা ও স্থানীয় কায়েদ সাহেবদেরকে এই ক্লাশে ছাত্রদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিগরানী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই ব্যাপারে কায়েদ সাহেবগণ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট, সদর মুরুব্বী, মোয়াল্লেম এবং অভিভাবক মহোদয়গণের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ধার্য্যকৃত ১০০/০০ টাকা সম্পূর্ণ প্রদান করিতে যে সকল ভ্রাতা অপারগ তাহারা নিজেদের সামর্থানুযায়ী াশের ফী প্রদান করিবেন এবং এ ব্যাপারে নিজ মজলিসের কায়েদ সাহেবের নিকট হইতে একটি সুপারীশ পত্র ঢাকা কেন্দ্রীয় খোদ্দাম অফিসে জমা দিবেন। ক্লাশের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

খাকসার—

মঈনুদ্দীন আহমদ সিরাজী

চেয়ারম্যান, তরবিয়তী ক্লাশ কমিটি

কৃতিত্ব ও দোওয়ার আবেদন

(১) শালগাঁও জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম জনাব আবদুল আজিজ সাহেবের পঞ্চম পুত্র মোহাম্মদ সেলিম খান ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া অন্নদা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১ম গ্রেডে (টেলেন্টপুল) উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

সে যেন ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ করতে এবং দ্বীনের উৎকৃষ্ট খাদেম হতে পারে সেজন্য সকলের নিকট দোওয়া প্রার্থী।

(২) সদ্য বয়েতকারী আমার বন্ধু জনাব মোসলেহউদ্দিন বি, এস, সি, (অনার্স) ১ম বর্ষ পরীক্ষার্থী। সে উত্তম মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এবং ঈমানে-আমলে এস্তে-কামাত ও উন্নতি লাভের জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করিতেছে। আমার অন্যান্য জেরেতবলিগ বন্ধুদের উদ্দেশ্যেও দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

এস, এম, বোখারী

নাজেম, ইসলাহ ও ইরশাদ, চট্টগ্রাম।

(৩) ব্যাংকে কর্মরত আমার দ্বিতীয় ছেলে শেখ মোবারক আহমদের স্বাস্থ্যগত কারণে তার চাকুরী জীবনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তার আশু আরোগ্যের জন্য এবং কৃতকার্য শীল চাকুরী জীবনধারা আশীষ যুক্ত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের কাছে দোওয়ার জন্য আকুণ্ঠ আবেদন করছি।

শেখ আবদুল আলী (অবসর প্রাপ্ত) পোষ্ট মাষ্টার, বি. বাড়ীয়া জামাত

(৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃক দেশব্যাপী উদীয়মান সাহিত্যিকদের জন্য ১৯৮৫ সালের সাহিত্য প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে ডাঃ মোঃ নূরুল আলম ছোটগল্প ও একাংকিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার ও সনদ হাসিল করেছেন। জনাব আলম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর উপজেলার তারুয়া গ্রামের অধিবাসী।

(৫) প্রবন্ধ সাহিত্যে ডাক্তার আলমের কিশোর পুত্র বদরুল আলম রাজীব প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছেন। বিদায়ী ছাত্র বদরুল আলম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিয়াজ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বলিয়া পরিচিত। সনদ প্রদান করেন বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নূরুল ইসলাম খান। গত ২৬শে মার্চ কুমিল্লা পাবলিক লাইব্রেরীতে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রূপসী বাংলার সম্পাদক ও অধ্যাপক জনাব আবদুল ওয়াহাব।

সন্তান তওল্লদ

১) পুনিয়াউট (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী মুসাম্মাত হামিদা বেগম ও জনাব বুলবুল আহমদ চৌধুরীকে আল্লাহতায়ালা বিগত ৭ই এপ্রিল এক পুত্র সন্তান দান করেছেন. নবজাত শিশু-পুত্রটির সুস্বাস্থ্য. দীর্ঘায়ু এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

২) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মৌড়াইল নিবাসী জনাব সৈয়দ জসীম আহমদ সাহেবকে আল্লাহতায়ালা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। নবজাত শিশু পুত্রটির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস ভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

শুভ বিবাহ

বিগত ১৮ই মার্চ ১৯৮৫ইং তারিখে কটিয়াদী জামাতের মশুয়া নিবাসী জনাব মোঃ আবু মুসা সাহেবের একমাত্র কন্যা মোসাম্মাৎ তোহমিনা বেগমের (হেলেনা) সাথে আহ-মদনগর জামাতের জনাব মোঃ ইসমাইল দেওয়ান সাহেবের জ্যাষ্ঠ পুত্র মোঃ সৈয়দ আহমদ দেওয়ানের শুভ বিবাহ ১০,০০১/- দশ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান হাফেজ মোঃ সেকান্দর আলী সাহেব এবং দোওয়া করান কটিয়াদী জামাতের প্রেসিডেন্ট কবিরাজ মোঃ ইজাজুল হক সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ সর্বোতভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সবিশেষ দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

—শাহ মোঃ আবদুল গনি

তবলিগী আলোচনা সভা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে গত ১৪ই এপ্রিল '৮৫ রোজ রোববার বিকেল ৫ ঘটিকায় বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব আমীর-২, বাঃ আঃ আঃ-এর সভাপতিত্বে দারুত তবলীগ হল রুমে এক মনোজ্ঞ তবলীগি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

জনাব কাউছার আহমদ সাহেব কোরআন তেলাওয়াত করেন। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। বক্তৃতা পর্ব শুরু হওয়ার পূর্বে নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। অতঃপর জনাব মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী) সাহেব কলেমার উপর বিশদ ব্যাখ্যা সহ কলেমার মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য আলোচনা করেন। তিনি কোরআন, হাদিস এবং বিভিন্ন তত্ব ও তথ্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেন যে, আহমদীয়া জামাত সর্বান্তকরণে কলেমায় পূর্ণ বিশ্বাসী এবং ব্যবহারিক জীবনে এর উপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমল করে থাকেন। বাস্তব ঘটনাবলী পেশ করে তিনি এ ধ্রুব সত্যটি তুলে ধরেন যে একমাত্র আহমদীয়া জামাতই কলেমা প্রতিষ্ঠায় ও সারা বিশ্বে একে গৌরবান্বিত করে তোলার জন্য এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সাহাবাদের নমুনায় সর্বপ্রকার কুরবানী করে চলেছেন। যদিও পাকিস্তানের সামরিক সরকার জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদেরকে কলেমা পড়তে এবং লিখতে বিভিন্ন বাঁধা-নিষেধ আরোপ ও অকথ্য নির্যাতন করছেন। তথাপি জামাতের প্রত্যেকটি সদস্য এর মাহাত্ম ও মর্যাদা রক্ষায় অবিচল চিত্তে কায়েম রয়েছেন। জামাতে আহমদীয়ার বর্তমান খলিফার ঘোষণা হলো, 'একজন আহমদী জীবিত থাকতে তাঁদের কাছ থেকে কেহ কলেমা ছিনায়ে নিতে পারবে না'।

অতঃপর বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নাযেমে আলা মোহতারম আলহাজ্ব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড জামাতে আহমদীয়ার ২০তম সালানা জলসায় যোগদানে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে জামাতে আহমদীয়ার সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে অত্যন্ত মনোরম এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সু-সম্পন্ন হয়। এতে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ রাবে (আইঃ) তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন এবং জামাতের সামনে বিশেষ কোরবানীর আহ্বান জানান। তিনি খতমে নবুওত বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করে সারা বিশ্বের আলেমদেরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাৎ খণ্ডন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর প্রদান করেন মোহতারম আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব এবং মোহতারম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব।

পরিশেষে স্পেনে 'মসজিদে বাশারত'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভি, সি, আর এ প্রদর্শিত হয় এবং উপস্থিত সকল অতিথীবৃন্দকে আপ্যায়িত করান হয়।

এই সভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জেরে তবলীগ ভ্রাতাসহ জামাতের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত থাকেন এবং সভার রওনক বৃদ্ধি করেন।

আমরা আশা করবো, এভাবে প্রতিটি মজলিসেও তবলিগী সভার আয়োজন করে তবলিগী কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবেন। এ ব্যাপারে সকল স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—নঈম তফজিব

সেক্রেটারী, তবলীগি সভা সংগঠণ ও ব্যবস্থাপনা

বাঃ মঃ খোঃ আঃ

জরুরী এলান

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স ও পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার গ্রাহক হউন এবং অন্যকে গ্রাহক হতে উদ্বুদ্ধ করুন।

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স একটি মাসিক ইংরেজী পত্রিকা। এই পত্রিকাটি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই গবেষণামূলক পত্রিকায় আহমদীয়া দৃষ্টিভংগীতে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক তথ্যাদিপূর্ণ গুরুত্ববহ আলোচনা থাকে।

বর্ত্তমানে এই পত্রিকা ওয়াশিংটন হতে প্রকাশিত হচ্ছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য বার্ষিক চাঁদা ১০০/- একশত টাকা নির্দ্ধারিণ করেছেন। হুজুর আশা করেন যে, যাদের সামর্থ আছে এরূপ সব আহমদী ভাই ও বোন যেন যথাশীঘ্র এর গ্রাহক হন। গয়ের আহমদীগণকেও গ্রাহক করতে যেন তারা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। তা ছাড়া যারা পারেন তারা যেন নিজেরা উপরোক্ত হারে চাঁদা দিয়ে গয়ের আহমদী বন্ধু-বান্ধব এবং বিভিন্ন সংস্থাকে গ্রাহক করে দা'য়ী ইলাল্লাহর পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আহমদীদের জন্য পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা ৩০/- ত্রিশ টাকা। কোন গয়ের আহমদী বন্ধু-বান্ধব বা সংস্থাকে গ্রাহক করতে ২০/- বিশ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিতে হবে। কোন গয়ের আহমদী যদি গ্রাহক হতে চান তবে তার জন্যও বার্ষিক চাঁদা ২০/- বিশ টাকা।

বাংলাভাষী ভাই বোনদের মধ্যে তবলীগ অর্থাৎ 'দায়ী ইলাল্লাহ'-র কর্তব্য সম্পাদনে আহমদী পত্রিকাও একটি কার্য্যকরী মাধ্যম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হুজুর (আইঃ)-এর এই দায়ী ইলাল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে উক্ত পত্রিকা দুইটির নিজে গ্রাহক হওয়া অপরকে গ্রাহক করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar